আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারন্য

(২০১০-২০১৫)

জলদি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

Department of Environment

সূচিপত্র

পার্ট - ১ ঃ বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং ইস্যুসমূহ			
ক্রমিক নং	বিষয় বস্তু	ঃ	পৃষ্ঠা নং
১.০	ভূমিকা	ঃ	২
১.১	অবস্থান এবং গঠন	ঃ	২
	চিত্র ১ঃ আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকাসমূহ	ঃ	৩
	চিত্র ২ঃ চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের মানচিত্র	ঃ	৪
	চিত্র ৩ ঃ জলদি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতাধীন ল্যান্ডস্কেপ এলাকার মানচিত্র	ঃ	৫
১.২	সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	ঃ	৬
২.০	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের বৈশিষ্ট্যসমূহ	ঃ	৭
২.১	জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব	ঃ	৭
২.২	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের উপকারিতা	ঃ	৭
২.৩	বন্যপ্রানী সংরক্ষন	ঃ	৭-৮
২.৪	বনাঞ্চলের সীমারেখা	ঃ	৮
২.৫	বনাঞ্চলের জীব-ভৌত অবস্থা	ঃ	৮
৩.০	জীববৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল	ঃ	৯
৩.১	প্রতিবেশ/বাস্তুতন্ত্র (উদ্ভিদ ও প্রানীকূলের সহিত পরিবেশের সম্পর্ক) বিশেণ্টষন	ঃ	৯
৩.১.১	বনাঞ্চল ভিত্তিক পন্য	ঃ	৯
৩.২	জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার	ঃ	৯
৪.০	জীববৈচিত্র্যের ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা	ঃ	৯
৪.১	বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সমূহ ঃ	ঃ	৯-১০
৪.২	বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা	ঃ	১০
৪.৩	জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল রক্ষনাবেক্ষন এবং পুনরুদ্ধার	ঃ	১০
৪.৪	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	১০-১১
৪.৫	বনাঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদিত পন্য ব্যবস্থাপনা	ঃ	১১
৪.৬	বন্যপ্রানী অভয়ারন্য ব্যবস্থাপনার প্রতিবন্ধকতা	ঃ	১১
৪.৭	প্রাতিষ্ঠানিক এবং সু-শাসন সম্পর্কিত ইস্যু সমুহ	ঃ	১১
৫.০	ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বর্তমান অবস্থা	ঃ	১২
৫.১	ল্যান্ডস্কেপ পন্থা	ঃ	১২
৫.২	রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা	ঃ	১২
৫.৩	ভূমি ব্যবহার এর বর্তমান অবস্থা	ঃ	১২
৫.৪	সংলগ্ন/সংশিণ্টষ্ট গ্রামসমূহ	ঃ	১২
৫.৫	ভূমির ব্যবহার অনুযায়ী বনের বর্তমান অবস্থা	ঃ	১২-১৩
৫.৬	স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা	ঃ	১৩
৫.৭	কৃষি জমি এবং বসত ভিটার ব্যবহার	ঃ	১৩
৫.৮	বনভূমির অবৈধ দখল	ঃ	১৩
পার্ট - ২ ঃ রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৌশলগত সুপারিশ সমূহ			
১.০	রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	ঃ	১৫
১.১	উদ্দেশ্য	ঃ	১৫
১.২	সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	ঃ	১৬

১.২.১	সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	১৬
১.২.২	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ	ঃ	১৬
১.২.৩	সুবিধা সমূহের বন্টন	ঃ	১৭
১.২.৪	ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল/এনডোমেন্ট ফান্ড/ঘূর্ণায়মান তহবিল	ঃ	১৭
২.০	আবাসস্থল পুনরূদ্ধার কর্মসূচি	ঃ	১৭
২.১	উদ্দেশ্যসমূহ	ঃ	১৭-১৮
২.২	বর্তমান বনাঞ্চল এবং তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ হালনাগাদ করন	ঃ	১৮
২.৩	সীমানা চিহ্নিতকরন	ঃ	১৮
২.৪	অবৈধভাবে গাছ কাটা/বনে আগুন দেয়া/বিল সেচা/পশু চরানো নিয়ন্ত্রন করা	ঃ	১৮
৩.০	ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	ঃ	১৮
৩.১	উদ্দেশ্য	ঃ	১৮
৩.২	তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনা	ঃ	১৯
৩.৩	রক্ষিত এলাকার মুল অংশ (কোর জোন) ব্যবস্থাপনা	ঃ	১৯
৩.৩.১	আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম	ঃ	১৯
৩.২.১.১	এনরিচমেন্ট পণ্টান্টেশন	ঃ	১৯
৩.৩.১.২	ঘাস জমির উন্নয়ন	ঃ	১৯
৩.৩.১.৩	জলাশয় রক্ষনাবেক্ষন	ঃ	১৯
৩.৩.১.৪	বিশেষ ধরনের আবাসস্থল রক্ষনাবেক্ষন	ঃ	১৯
৩.৩.১.৫	ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা	ঃ	১৯
৩.৩.১.৬	পরিবেশ বান্ধব কর্মকান্ড পুনরূদ্ধার	ঃ	১৯
৩.৪	তদ্সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল (জোন)	ঃ	১৯
৩.৪.১	বাফার অঞ্চল	ঃ	১৯
৩.৪.২	ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল	ঃ	২০
৪.০	জীবীকায়ন এবং ভ্যালু চেইন কর্মসূচী	ঃ	২০
৪.১	উদ্দেশ্য	ঃ	২০
৪.২	ভেলু চেইন এবং কনর্জারভেশন এন্টারপ্রাইজ	ঃ	২০
৪.২.১	কৃষি এবং হর্টিকালচার ফসল	ঃ	২০
৪.২.১.১	সমন্বিত বসতভিটা খামার ব্যবস্থাপনা	ঃ	২০
৪.২.১.২	উচ্চফলনশীল ফসলের চাষাবাদ	ঃ	২০
৪.২.১.৩	ভিলেজ নার্সারী	ঃ	২১
৪.২.১.৪	হর্টিকালচার এগ্রো ফরেষ্টী	ঃ	২১
৪.২.২	মৎস চাষ/আহরন	ঃ	২১
৪.২.৩	বাঁশ সম্পদ উন্নয়ন	ঃ	২১
৪.২.৪	হস্তশিল্প এবং তাঁতশিল্প	ঃ	২১
৪.২.৫	উন্নত চুলা	ঃ	২১
৫.০	ফেসেলিটিস (অবকাঠামো মূলক) উন্নয়ন কর্মসূচী	ঃ	২১
৫.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২১
৫.২	সুবিধাদি	ঃ	২১
৫.৩	বনে রাস্তা/ট্রেইল নির্মান ও সংস্কার	ঃ	২১-২২
৬.০	দর্শনাথীর ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি	ঃ	২২

৬.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২২
৬.২	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	২২
৬.২.১	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন এলাকা চিহ্নিতকরন	ঃ	২২
৬.২.২	প্রবেশ ফি	ঃ	২২
৬.২.৩	প্রকৃতি এবং হাইকিং ট্রেইল	ঃ	২২
৬.২.৪	পিকনিকের জন্য সুবিধাদি	ঃ	২২
৬.২.৫	কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	২২
৬.২.৬	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রন	ঃ	২২
৬.৩	সংরক্ষন বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতা	ঃ	২৩
৬.৩.১	পর্যটন শিক্ষার জন্য ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যম	ঃ	২৩
৬.৩.২	পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা	ঃ	২৩
৭.০	কমিউনিটি মনিটরিং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরন কর্মসূচী	ঃ	২৩
৭.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২৩
৭.২	অংশগ্রহন মূলক মনিটরিং	ঃ	২৩
৭.৩	প্রশিক্ষন	ঃ	২৩
৮.০	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচী	ঃ	২৩
৮.১	উদ্দেশ্যসমূহ	ঃ	২৩
৮.২	স্টাফিং	ঃ	২৩
৮.৩	দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ	ঃ	২৪
৯.০	বাজেট	ঃ	২৪
৯.১	প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং নির্দেশক বাজেট প্রাক্কলন	ঃ	২৪
৯.২	বাজেট পরিবর্তন/পরিমার্জন	ঃ	২৪
১০.০	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর ধারাবাহিকতার বজায় রক্ষার কৌশল	ঃ	২৪
১০.১	আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকা ভিত্তিক ধারাবাহিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন	ঃ	২৪
১০.২	ধারাবাহিকতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন	ঃ	২৪-২৫
১০.৩	দীর্ঘমেয়াদী এবং সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা	ঃ	২৫
১০.৪	‘নিসর্গ নেটওয়ার্কের’ পলিসি এবং আইনগত সমর্থন নিশ্চিতকরন	ঃ	২৫
১০.৫	মত বিনিময়ের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন	ঃ	২৫
১১.০	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজন পরিকল্পনা	ঃ	২৬
১১.১	জলবায়ু পরিবর্তন	ঃ	২৬
১১.২	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ	ঃ	২৬
১১.৩	চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ	ঃ	২৬
১১.৩.১	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি	ঃ	২৬
১১.৩.২	অতি বৃষ্টিপাত	ঃ	২৬
১১.৩.৩	নদীর ক্ষীণ প্রবাহ	ঃ	২৬
১১.৩.৪	আকস্মিক বন্যা	ঃ	২৭
১১.৩.৫	খরার প্রকোপ	ঃ	২৭
১১.৩.৬	ঝড় ঝঞ্ঝা	ঃ	২৭
১১.৩.৭	নদীতীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন	ঃ	২৭
১১.৪	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের জন্য করণীয় অভিযোজন সমূহ	ঃ	২৭

১১.৪.১	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি/ঝড় ঝঞ্ঝা/আকস্মিক বন্যা/অতি বৃষ্টিপাত জনিত কৃষি ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৭
১১.৪.২	পানির ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৮
১১.৪.৩	স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৮
১১.৪.৪	উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৮
১১.৪.৬	খরা ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৮
১১.৫	অভিযোজনের সম্ভাব্য উপায়সমূহ	ঃ	২৮-২৯
১১.৬	স্থানীয় জনগন কর্তৃক সনাক্তকৃত চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারন্য এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজতিন ক্ষয়ক্ষতি এবং সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা	ঃ	৩৯-৩৫
	পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (সম্ভাব্য)	ঃ	৩৬-৪৩

পার্ট - ১

বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং ইস্যুসমূহ

১.০ ভূমিকা

বন্যপ্রানী ও প্রকৃতি সংরক্ষন বিভাগ, চট্রগ্রামের অধীন চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য গুলোর মধ্যে অন্যতম এবং জীববৈচিত্র্যের সমৃদ্ধির দিক থেকে রক্ষিত এলাকাগুলোর মধ্যে অনন্য। সরকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি অনুধাবন করে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আদেশ ১৯৭৪ মূলে প্রজ্ঞাপন নং-এক্সআইটি/ফরেস্ট-১/৮৪/১৭৪ ২ তারিখঃ ১৮ই মার্চ ১৯৮৬ খৃস্টাব্দে ৭,৭৬৪ হেক্টর বনভূমিকে চুনতি অভয়ারণ্য ঘোষণা করেন। এ অভয়ারণ্যের ৪,৪৩২ হেক্টর এলাকা নিয়ে বন বিভাগের জলদি রেঞ্জ পরিচালিত হচ্ছে। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এ রেঞ্জকে কেন্দ্র করে চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (জলদি) গঠিত হয়। ১৯৮০'র দশকের শেষের দিকের জরিপ অনুসারে এই অভয়ারণ্যে ১০৭ প্রজাতির উদ্ভিদ, ১৯ প্রজাতির স্ড়ন্যপায়ী প্রানী, ৫৩ প্রজাতির পাখি, ৭ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৪ প্রজাতির উভচর প্রাণী রয়েছে। অভয়ারণ্যের প্রাকৃতিক ভাবে বেড়ে উঠা প্রধান প্রধান উদ্ভিদ গুলোর মধ্যে বাইট্টা গর্জন, তেলি গর্জন, দুলিয়া গর্জন, চাপালিশ, হরিতকি, আমলকি, গুটগুইট্টা, জাম, বাটনাসহ বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ ও বেত উলে- খযোগ্য। স্ড়ন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে উলেণ্টখযোগ্য হচ্ছে হাতি, বন্য শুকর, মায়া হরিণ, বানর, বনর–ই, মেছো বাঘ, কাঠবিড়ালী, সজার–, শিয়াল, ইত্যাদি। পাখির মধ্যে উলেণ্টখযোগ্য মথুরা, সবুজ ঘুঘু, তিলা ঘুঘু, ভীমরাজ, শ্যামা, পাহাড়ি ময়না, বন মোরগ, মাছরাঙ্গা, পানকৌড়ি, পেঁচা ইত্যাদি। সরীসৃপের মধ্যে উলেণ্টখযোগ্য হচ্ছে গুইসাপ, অজগর, ঢোড়া সাপ, মেটে সাপ, দাড়াশ সাপ, তক্ষক, কাইট্রা ইত্যাদি। তৎসংলগ্ন জন বসতির বনের উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীলতা, বনভূমি হ্রাস, বনভূমির বিভক্তি, জবরদখল, অবৈধ বৃক্ষ নিধন ও বন্যপ্রাণী শিকারের ফলে বনের জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির সম্মুখীন। এরূপ পরিস্থিতিতে বনের জীববৈচিত্র্য তথা প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে (বিশেষতঃ বন নির্ভলশীল) সহ-ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করে বনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং স্থানীয় জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সহ-ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই লক্ষ্যে সহ-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত নেতৃবৃন্দ যারা নিজেদের কর্মপরিকল্পনা নিজেরাই প্রনয়ন এবং বাস্ড়বায়ন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে মাত্র তিন দিনের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।

যাহোক চুনতি অভয়ারণ্যের জন্য গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের স্বল্প মেয়াদী (তিন দিন) প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রনীত এই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, যা আইপ্যাক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মী (Performance Monitoring and Applied Research Associate) সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চুনতি অভয়ারণ্যের ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নে দিক নির্দেশনা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

১.১ অবস্থান এবং গঠন

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে জলদি রেঞ্জকে কেন্দ্র করে চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (জলদি) গঠিত হয়। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার বাঁশখালী পৌরসভা এবং ৩টি ইউনিয়ন যথাক্রমে শীলকুপ, চাম্বল এবং পুঁইছড়ি নিয়ে জলদি রেঞ্জ গঠিত। এ রেঞ্জের আওতায় ৪টি বিট রয়েছে। ইহা চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের একটি অংশ যার আয়তন ৪,৪৩২ হেক্টর। চট্টগ্রাম শহর থেকে এর দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার। পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী সড়কের দক্ষিণ দিকে ৪০ কিলোমিটার থেকে ৫৮ কিলোমিটার অংশের গড়ে ২ কিলোমিটার পূর্বপ্রান্ড়ে এ মনোরম বন্যপ্রানী অভয়ারণ্য অবস্থিত। এ অভায়ারণ্যের

- উত্তরে চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের অধীন কালিপুর রেঞ্জ,
- পূর্বে চুনতি অভয়ারণ্য রেঞ্জ, আজিজ নগর ও হারবাং বিট
- দক্ষিণে টৈটং বিট, বারবাকিয়া রেঞ্জ এবং
- পশ্চিমে চট্রগ্রাম উপকুলীয় বন বিভাগের ছনুয়া রেঞ্জ এবং বঙ্গোপসাগর অবস্থিত

এই অভয়ারণ্য মাঝারী উচ্চতার পাহাড়, সমতলভূমি ও জলাভূমির সমন্বয়ে গঠিত।

এখানে চিরহরিৎ ও মিশ্র চিরহরিৎ পাহাড়ী বনভূমি বিদ্যমান।মাটি প্রধানতঃ কর্দমাক্ত হতে কর্দমাক্ত দো-আশঁ এবং পাহাড়ে কর্দমাক্ত দো-আশঁ হতে মোটা বালি বিদ্যমান।বেশ কিছু পাহাড়ী ছড়া পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে নাফ নদীতে পতিত হয়েছে।

IPAC Clusters and Sites

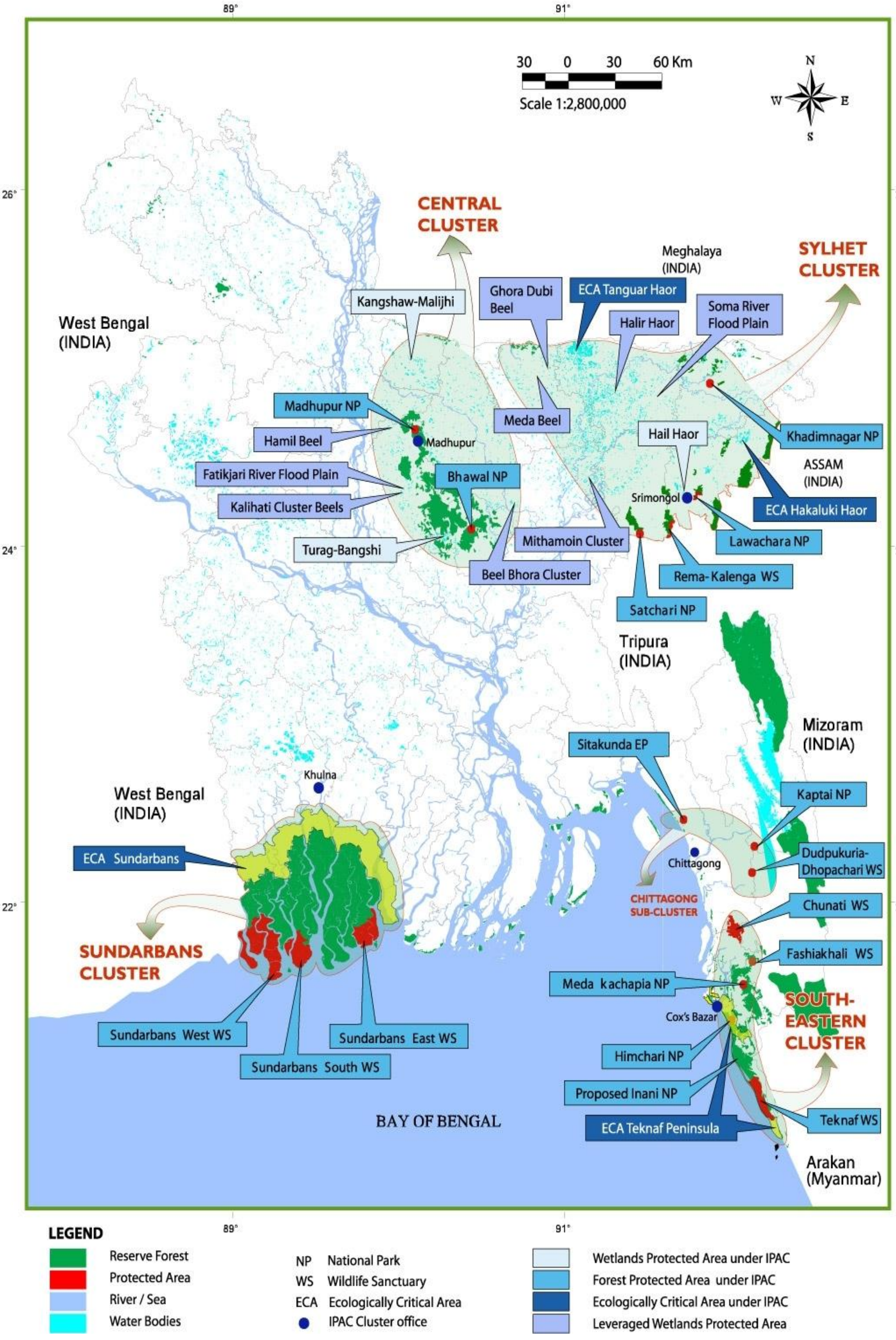

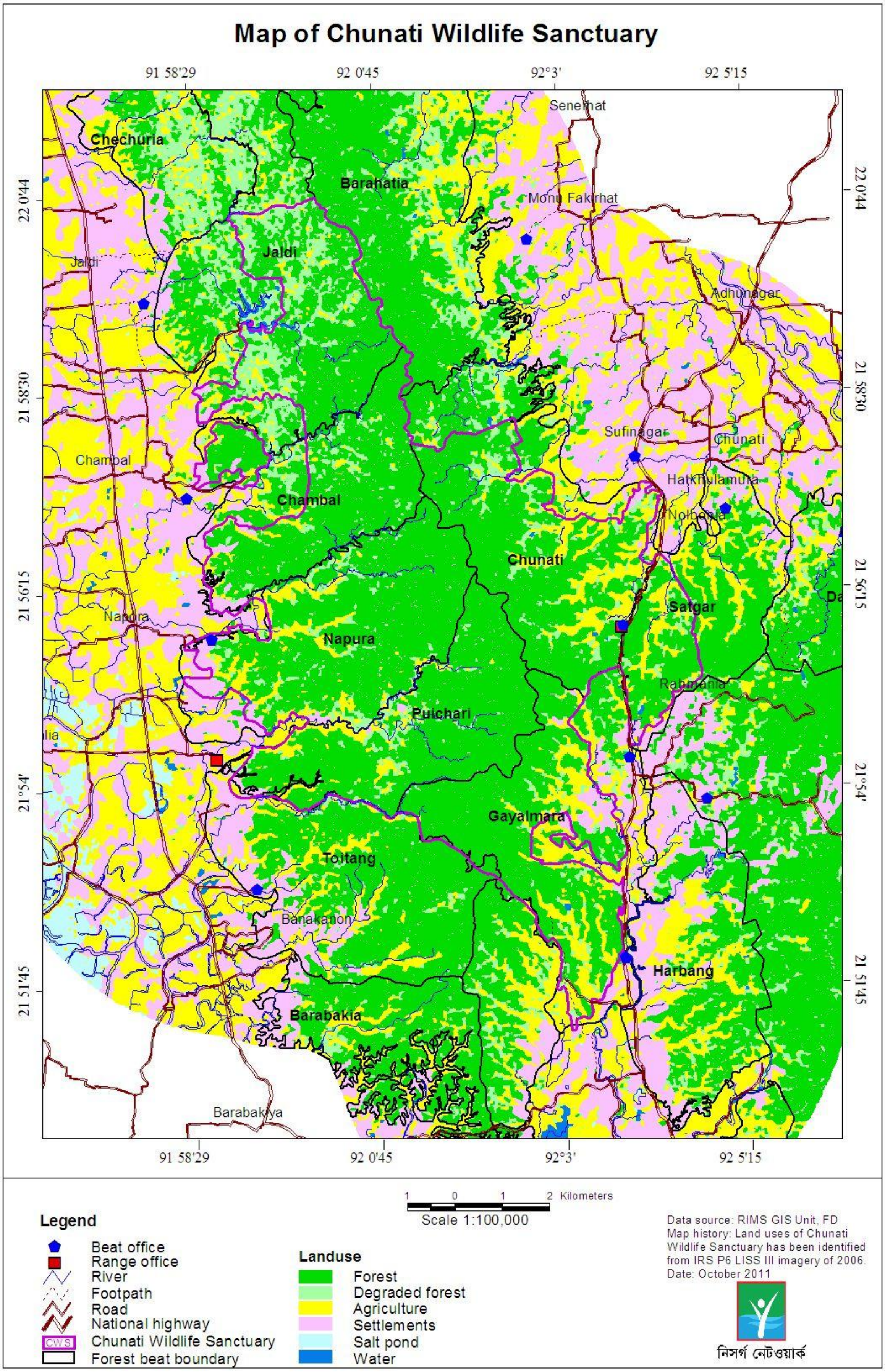

চিত্র ১ঃ আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকা সমূহচিত্র ২ ঃ চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের ম্যাপ

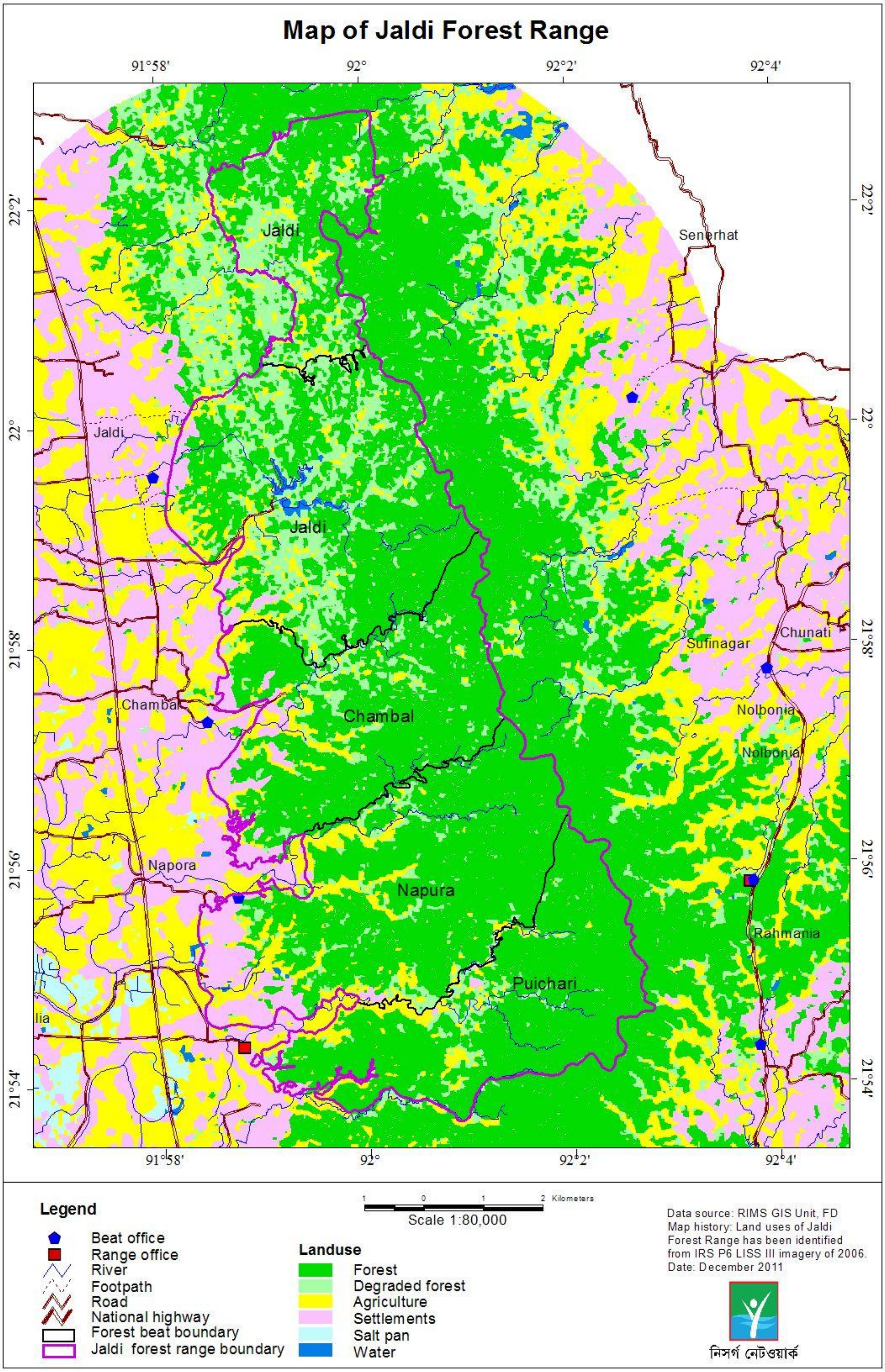

চিত্র ৩ ঃ জলদি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতাধীন ল্যান্ডস্কেপ এলাকার ম্যাপ

১.২ সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- ❖ **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ:** প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারন্য অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ন। এই অভয়ারণ্যে ১০৭ প্রজাতির উদ্ভিদ, ১৯ প্রজাতির স্ড়ন্যপায়ী প্রানী, ৫৩ প্রজাতির পাখি, ৭ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৪ প্রজাতির উভচর প্রাণী রয়েছে। অভয়ারণ্যে প্রাকৃতিক ভাবে বেড়ে উঠা প্রধান প্রধান উদ্ভিদ গুলোর মধ্যে বাইট্টা গর্জন, তেলি গর্জন, দুলি গর্জন, চাপালিশ, কাক ডুমুর, হরিতকি, আমলকি, গুটগুইট্টা, খুদি জাম, জাম, বাটনাসহ বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ ও বেত উলেণ্টখযোগ্য। স্ড়ন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে উলেণ্টখযোগ্য হচ্ছে হাতি, বন্য শুকর, মায়া হরিণ, বানর, বনরুই, মেছো বাঘ, কাঠবিড়ালী, সজারু, শিয়াল ইত্যাদি। পাখির মধ্যে উলেণ্টখযোগ্য হচ্চে মথুরা, সবুজ ঘুঘু, তিলা ঘুঘু, ভীমরাজ, সাদা ঝুঁটি পাঙ্গা, ফোঁটা কণ্টি, সাত ভায়লা, শ্যামা, পাহাড়ি ময়না, বন মোরগ, মাছরাঙ্গা, পানকৌড়ি, সিপাহী বুলবুলি, পেঁচা ইত্যাদি। সরীসৃপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গুইসাপ, অজগর, ঢোড়া সাপ, মেটে সাপ, দাড়াশ সাপ, তক্ষক, কাইট্টা ইত্যাদি। ঘন জন বসতির বনের উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীলতা, বনভূমি হ্রাস, বনভূমির বিভক্তি, জবরদখল, অবৈধ বৃক্ষ নিধন ও বন্যপ্রাণী শিকারের ফলে বনের জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির সম্মুখীন। তাই এ অভয়ারণ্যের উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণ অত্যন্ড় জরুরী।
- ❖ **ল্যান্ডস্ক্যাপের উন্নয়ন :** চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ বসবাসকারী জনগন বনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাই ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় বসবাসকারী জনগণের বন নির্ভলশীলতা কমানোর জন্য এ এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদের সম্প্রসারণ এবং জনগণের বিকল্প কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা না গেলে প্রাকৃতিক সমম্পদের উন্নয়ন সম্ভব হবে না।
- ❖ **ইকো-টুরিজ্যম সম্প্রসারণ:** চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রচুর্য্য বিশেষতঃ হাতি দেখার জন্য এখানে পর্যটকের বেশ সমাগম ঘটে। এখানে আরো বেশ কিছু ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান রয়েছে যথা: বাঁশখালী ইকোপার্ক, বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে রয়েছে বিশাল বালু রাশির তটভূমি, প্রভৃতি উলেণ্টখযোগ্য। এসব এলাকা সম্পর্কে জনগনকে ব্যাপকভাবে জানানোর মাধ্যমে এলাকার ইকো-টুরিজ্যমকে আরো সম্প্রসারিত করা সম্ভব। শীতকালে বাঁশখালী ইকোপার্ক অতিথি পাখির বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়।
- ❖ **জলবায়ুর বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা:** বনের গাছপালা কমে যাওয়ায় প্রতি বছর পাহাড় ধ্বস হচ্ছে। গত বছর এখানে প্রায় অর্ধশত মানুষ পাহাড় ধ্বসে মারা যায়। তাছাড়া এখানে বন্যা ও জলাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে। তাই প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জনগণকে ব্যাপকভাবে সচেতন করা প্রয়োজন।
- ❖ **বনজ সম্পদের অপব্যবহার রোধ:** প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে এখানে বৃক্ষরাজি, বন্য পশুপাখি, পাথর ইত্যাদি উলেণ্টখযোগ্য। অবৈধভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এ সব অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করছে এবং ধ্বংস করছে। তাই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিটি প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।
- ❖ **বন নির্ভরশীল জনগোষ্টীর উন্নয়ন:** অতি দারিদ্র্যের কারণে এলাকার বহু লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বন নির্ভরশীল জনগোষ্টীর বিকল্প কর্ম সংস্থান/আয়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা না হলে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ অত্যন্ড় কঠিন হবে। তাই স্থানীয় বন নির্ভরশীল জনগোষ্টীর বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ গ্রহন জরুরী।
- ❖ **রক্ষিত এলাকা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি:** চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য একটি সংরক্ষিত বন। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সরকারের বিভিন্ন আইন-কানুন রয়েছে। তাই এ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও জনগোষ্টীর ব্যবহারের ব্যাপারে জনগণকে ব্যাপকভাবে সচেতন করা দরকার।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা এবং এর যথাযথ বাস্ড়বায়ন সম্পর্কে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষন প্রদানই এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের মূল লক্ষ্য।

২.০ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্য সমূহ

২.১ জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব

কোন এলাকার জীববৈচিত্র্য রক্ষার গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না। জীববৈচিত্র্য প্রতিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের ছাড়া পরিবেশ ও প্রতিবেশ কল্পনাও করা যায় না। জীববৈচিত্র্য যে কোন নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খলের প্রধান নিয়ামক। এদের ছাড়া খাদ্য উৎপাদন, পচন এবং পূনরায় খাদ্য শৃঙ্খলে ফিরে আসা অসম্ভব। বাস্তুতন্ত্রের সকল জীব ও জড় উৎপাদনের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখতে জীববৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হলে মানুষের অস্তিত্বও হুমকির মধ্যে পড়বে। জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব মোটামুটি নিম্নরূপ:

- ❖ **প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা:** প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্য এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। উদ্ভিদ ও প্রাণী তার জীবন চক্রের প্রতিটি ধাপে এক অন্যের উপর নির্ভরশীল। কাজেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে জীববৈচিত্র রক্ষা অপরিহার্য।
- ❖ **ইকো-টুরিজমের সুরক্ষাঃ** এখানে বিদ্যমান ইকো-টুরিজ্যম স্পট সমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রচার ও বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সমূহ আরো উন্নত করা হলে ইকো-টুরিজ্যম স্পটগুলো আরো আর্কষণীয় আয়বর্ধক ক্ষেত্র হিসেবে পরিগনিত হতে পারে।
- ❖ **ভূ-প্রাকৃতিক ব্যবস্থার উন্নতিঃ** এলাকায় বিদ্যমান পাহাড়, ছড়া ও জলাশয়গুলো বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা হলে জীববৈচিত্র্য আরো সম্মৃদ্ধ হবে।
- ❖ **জলবায়ুর পরিবর্তন রোধঃ** চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের উপর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নির্ভরশীলতা ব্যাপক। ফলে এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ দিন দিন ধ্বংস হচ্ছে। তাছাড়া বাড়ছে প্রাকৃতিক দূর্যোগও। তাই জলবায়ু পরিবর্তন রোধকল্পে প্রাকৃতিক বন রক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে।
- ❖ **দেশের মোট বনাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধিঃ** জন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাদী ভূমির বৃদ্ধি সাথে সাথে বনভূমি সংকোচিত হচ্ছে। তাই জবরদখলকৃত বনভূমি পুনরুদ্ধার, বৃক্ষ শূন্য পাহাড়ে বনায়ন এবং বনাঞ্চল সংরক্ষণে বিদ্যমান আইন আরো যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

২.২ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপযোগিতা/উপকারিতা

- ❖ **বিপন্ন প্রাণী বাঁচিয়ে রাখাঃ** হাতি বন্য শুকর, মায়া হরিণ, বানর, বনরুই, মেছো বাঘ, বানর সহ অন্যান্য বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণে, আবাস্থল পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন।
- ❖ **বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির বংশ বৃদ্ধিঃ** বিপদাপন্ন প্রজাতিসমূহের জন্য নিরাপদ আবসস্থল সৃষ্টি, বৃক্ষ রোপণ ও প্রাণী প্রজাতির প্রজননের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- ❖ **দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার ইতিবাচক পরিবর্তনঃ** বিভিন্ন বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজন যাতে তারা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে অবদান রাখতে পারে।
- ❖ **পরিবেশ বান্ধব পর্যটন শিল্পের উন্নয়নঃ** বিদ্যমান প্রাকৃতিক পর্যটন স্পট সমূহের প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা।
- ❖ **ভূমিক্ষয় প্রতিরোধঃ** ব্যাপক হারে বনায়ন করে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।
- ❖ **কার্বন বাণিজ্যের বিস্তার ও সবুজ আচ্ছাদন বাড়ানো** : আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে, উন্নত বিশ্ব প্রতি মূহুর্তে যে অতিরিক্ত কার্বন বাতাসে ছড়াচ্ছে তা অন্য অনেক দেশের ন্যায় আমাদের দেশের সবুজ বনানীও তা শোষন করছে বিধায় উন্নত বিশ্ব হতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়ে আশা দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের ও বিশ্বের কল্যাণে আরো বেশী বেশী করে গাছ লাগানো প্রয়োজন।

২.৩ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

'বন আইন ১৯২৭' এবং 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (সংশোধিত), ১৯৭৪' অনুযায়ী চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের ব্যবস্থাপনা ও সম্পদ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

বাধা সমূহঃ

- ❖ চোরা শিকারীরা ফাঁদ পাতে বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় এ উদ্যানে বন্যপ্রাণী শিকার করে। এ ধরনের শিকার বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া জর ীরী।
- ❖ কৃষি কাজের জমি তৈরী করতে, ছন সংগ্রহ করতে বা পান চাষের জন্য বনে আগুন দেওয়া হয়। এর ফলে বন্যপ্রাণী আতঙ্কিত হয় এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হয়। তাই এ সকল কার্যক্রম বন্ধের উদ্যোগ গ্রহন করা প্রয়োজন।
- ❖ বন্যপ্রাণীর খাবার সরবরাহকারী উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, ফলে সৃষ্ট খাবার সংকটের কারনে বন্যপ্রাণী লোকালয়ে প্রবেশ করছে। অতঃপর মানুষের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে। পর্যাপ্ত বনাচ্ছাদন না থাকায় এবং বিশেষ বিশেষ বন্যপ্রাণীর প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ প্রজাতির গাছ এবং বড় গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় আবাস্থলের সংকট প্রকট হচ্ছে। এ সব সমস্যা সমাধানের জন যথাযথ উদ্যোগ গ্রহন করা দরকার।
- ❖ বনের অভ্যন্ড়রে বিভিন্ন সম্পদ সংগ্রহ ও অন্য নানাবিধ প্রয়োজনে মানুষের অনুপ্রবেশ বাড়ছে এবং এটা বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বিচরণ বাধাগ্রস্থ করছে। অবৈধ বৃক্ষ নিধন প্রক্রিয়া অব্যহত থাকায় বন্যপ্রাণীর আবাস্থল ও খাদ্যের সংকট হচ্ছে। এ সব সমস্যা সমাধানের জন যথাযথ উদ্যোগ গ্রহন করা প্রয়োজন।
- ❖ অবৈধ জবর দখল প্রক্রিয়া চলমান থাকায় দিন দিন বনভূমি সংকুচিত হচ্ছে এবং বন্যপ্রাণীর ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। জবরদখলকৃত সকল বনভূমি দখলমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ সহ পুন:বনায়নের আওতায় আনা জর ীরী।

২.৪ বনাঞ্চলের সীমারেখা

- ❖ **বনাঞ্চল জরিপ/জোনিং:** আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বনাঞ্চল জরীপ করে বিভিন্ন জোন চিহ্নিত করা যেতে পারে।
- ❖ **প্রাকৃতিক চিহ্ন দিয়ে সীমানা সৃষ্টি:** বনাঞ্চলে বিদ্যমান বিশেষত গর্জন, সেগুন, তেলসুর প্রভৃতি বৃক্ষ এবং ছড়া, রাস্ড় ইত্যাদি দ্বারা স্থায়ীভাবে বনের সীমানা নির্ধারন করা জর ীরী।
- ❖ **সীমানা পিলার স্থাপন:** জরীপ শেষে বনাঞ্চলের চারিপার্শ্বে কিছু দূর পরপর স্থায়ী পিলার স্থাপন করা যেতে পারে।
- ❖ **জবরদখল প্রতিরোধ:** বনভূমি জবরদখল রোধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং সরকারী বিদ্যমান আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করে জবরদখল প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন।

২.৫ বনাঞ্চলের জীব ভৌত অবস্থা

চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ও বিরল প্রজাতি সহ অসংখ্য জীব-জন্তুতে ভরপুর। এখানকার ক্রান্ড়ীয় উষ্ণ মন্ডলীয় মিশ্র চিরহরিৎ বন এর অন্ড়র্ভূক্ত। এতে অনেক গুলি উচুঁ-নীচু পাহাড় রয়েছে যা বৃহত্তর চট্টগ্রামের পাহাড়ী বনের প্রতিনিধিত্ব করে। অভয়ারণ্য এলাকার মাটি মূলতঃ পাহাড়ী বাদামী বর্নের, শিলামাটি, বেলে-দোআঁশ প্রকৃতির এবং অম্- ীয় তবে অম্- ত্বের মাত্রা স্থানভেদে কমবেশী হয়। এখানকার মাটি অপেক্ষাকৃত কম উর্বর কিন্তু আর্দ্র উষ্ণ মন্ডলীয় আবহাওয়ায় পতিত লতা-পাতার পচন দ্র ত ঘটে বিধায় মাটির উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত হিউমাস সমৃদ্ধ। পাহাড়ের অধিকাংশ এলাকা বৃক্ষ শুন্য হওয়ায় প্রতি বছর এখানে ব্যাপক ভুমি ধ্বস বিদ্যমান। তথাপি এখানে হাতি, বানর, সজার , শুকর, বন মোরগ, বন বিড়াল, বন্য শুকর, মায়া হরিণ, বানর, বনর ই, মেছো বাঘ, শিয়াল, ময়না, ধনেশ, টিয়া, পেঁচা, বক, শালিক, হায়না, অজগর সহ বিভিন্ন প্রজাতির সাপ রয়েছে। পাহাড়ী ছড়ায় বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপ রয়েছে। পাহাড় হতে উৎপন্ন ছড়া ও ঝর্ণা নদীতে অতঃপর সাগরে পতিত হয়েছে।

৩.০ জীববৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল

৩.১ প্রতিবেশ/বাস্তুতন্ত্র (উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের সহিত পরিবেশের সম্পর্ক)

বনাঞ্চল ও বন্যপ্রানী: চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারণ্য মূলতঃ একটি ক্রান্ড্রীয় উষ্ণ মন্ডলীয় মিশ্র চিরহরিৎ বন। এ বনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করার আগে এখানে জুম চাষ করা হত। বর্তমানে এখানে কিছু প্রাকৃতিক ও সৃজিত বৃক্ষের বন রয়েছে। এখানে গর্জন, সেগুন, জাম, বটসহ বহু মূল্যবান গাছ এবং অতি বিপন্ন ও বিরল প্রজাতির বন্যপ্রানী বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি রয়েছে। এ অভয়ারণ্যে ১০৭ প্রজাতির উদ্ভিদ, ১৯ প্রজাতির স্ড়ন্যপায়ী প্রানী, ৫৩ প্রজাতির পাখি, ৭ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৪ প্রজাতির উভচর প্রাণী রয়েছে। বনে প্রাকৃতি গাছ গাছলীতে ভরপুর হওয়ায় পাখির খাদ্য সহজলভ্য হলেও পাকা সড়ক থাকায় শব্দ দূষণের ফলে পাকপাখালি হারিয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এখানকার কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি বর্তমানে অতি সংকটাপন্ন।

কৃষি: ল্যান্ডস্কেপ এবং জবরদখলকৃত ভূমিতে ধান, পান, তরমুজ, শশা, ক্ষীরা, বেগুন, মরিচ, আলু, কচু, হলুদ সহ বিভিন্ন সব্জি আবাদ করা হয়।

মৎস্য সম্পদ: প্রাকৃতিক জলাশয় গুলোতে কৈ, শিং, মাগুর, শোল, কচ্ছপ ইত্যাদি মাছ ও প্রাণীর আবাসস্থল রয়েছে। অনেক প্রজাতির সরীসৃপও বিদ্যমান।

৩.১.১ বনাঞ্চল ভিত্তিক পণ্যসমূহ

চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারণ্যের জবরদখলকৃত এলাকায় উৎপাদিত পন্যসমূহ বনের ওপর নির্ভরশীল হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকায়নে গুর ূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বনে উৎপাদিত উলে- খযোগ্য পন্যগুলি হলঃ , ঘর ও আসবাবপত্র তৈরির কাঠ, জ্বালানী কাঠ, ঔষুধি গাছ, বাঁশ ও বেত, অর্কিড, মধু, বিভিন্ন প্রকার ফল ফলাদি, ছন, পান, ধানসহ বিভিন্ন ফল ও সব্জি।

৩.২ জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার

চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারণ্যের চারপাশে বিশাল জনগোষ্ঠী বসবাস করে। জীববৈচিত্র্য পৃথিবীর এক অমূল্য সম্পদ। এর সুষ্ঠু ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অভয়ারণ্যকে একটি প্রাকৃতিক চিড়িয়াখানায় পরিণত করা সম্ভবপর। সচেতনতার অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী দ্বারা এখনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবৈধভাবে বৃক্ষ নিধন, বনভূমি জবর দখল, পানের বরজ নির্মান, জলাভূমিতে মাছ চাষ, শন, ঘাস, বাঁশ ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, পাখি শিকার, হরিন শিকার ইত্যাদি করতে দেখা যায়। দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর পাশাপশি জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তারা এ বন থেকে নিয়মিত জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, বেত, বনজ ফল-মূল, মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় এখানকার উৎপাদিত পন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় সহজে পরিবহন ও সরবরাহ করা যায়।

৪.০ জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা

৪.১ বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিসমূহ

- বর্তমানে এ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যটি সহ-ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। 'নিসর্গ সহায়তা প্রকল্পের' সহায়তায় এখানে 'সহ-ব্যবস্থাপনা' পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। সরকার প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে, অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার ভিত্তি হচ্ছে, রক্ষিত এলাকার বন ও জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার সকল অংশগ্রহণকারী ও সহযোগিদের মধ্যে সুষমবন্টন এবং সিদ্ধান্ড় গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলের কার্যকর অংশগ্রহনের নিশ্চয়তা। অংশগ্রহণ ও সহযোগীতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের এ প্রক্রিয়াটিকে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বলা হয়। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের অধীনে দুইটি রেঞ্জ এর ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের জন্য 'চুনতি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি' এবং 'জলদি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি' নামে দুইটি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন রয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলি দ্বিস্ড়র বিশিষ্ট। প্রথম স্ড়র হল 'সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' যা নীতি নির্ধারণী স্ড়র হিসেবে কাজ করে এবং দ্বিতীয় স্ড়র হল সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি যা নীতিমালার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করে। উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে

চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণের জলদি রেঞ্জের আওতায় ২৬টি ভিসিএফ, ১টি পিপল্ ফোরাম (পিএফ), ৫টি সিপিজি, ১টি সিএমসি ও ৪টি এফসিসি গঠন করা হয়েছে।

- ‘বন আইন ১৯২৭’ এবং ‘বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (সংশোধিত), ১৯৭৪’ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বন অধিদপ্তরের ‘বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, চট্টগ্রাম’ এ অভয়ারণ্যের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছে।

- উলেস্নখিত আইন অনুযায়ী, চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারণ্যের ৭,৭৬৪ হেক্টরের (চুনতি ও জলদি রেঞ্জ) সীমানার মধ্যে কোন প্রকার বনজ দ্রব্য আহরণ, পরিবহন ও অপসারণ সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ।

৪.২ বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা

‘বন আইন ১৯২৭’ এবং ‘বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (সংশোধিত), ১৯৭৪’ অনুযায়ী এই অভয়ারন্যের বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করা হচ্ছে। বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাসহ বন্যপ্রানীর আবাসস্থল উন্নয়ন এবং বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্নিত ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে ঃ

- **পশু খাদ্যের বাগান সৃজন :** চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের গুরম্নত্বপূর্ণ প্রাণী হচ্ছে হাতি, বানর, হরিন প্রভৃতি। খাদ্যাভাবে এরা দিন দিন বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এমনকি খাদ্যের সন্ধানে অনেক সময় এরা লোকালয়েও চলে আসে। যার দরম্নন প্রতি বছর চুনতি এর বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে গড়ে ৫-৭ জন মানুষ হাতির আক্রমনে মারা যায়। তাই জরম্নরীভাবে বিশেষ এলাকা চিহ্নিত করে বাঁশ, কলাসহ বিভিন্ন পশু খাদ্যের বাগান সৃজন করা জরম্নরী।
- **আবাসস্থল উন্নয়ন :** বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়নের জন্য ন্যারা পাহাড়ে উপযুক্ত প্রজাতির বনায়ন করা দরকার।
- **বংশ বৃদ্ধি/উন্নয়ন করা :** অতি বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিসমূহের বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার।
- **পশুপাখি রক্ষায় জনমত তৈরী করা :** গাছপালা, পশুপাখি যে পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ তা বনের আশেপাশে বসবাসকারী জনগণকে বুঝানোর জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহনের উদ্যোগ গ্রহন করা প্রয়োজন।

৪.৩ জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরম্নদ্ধার

চুনতির এই বনকে প্রথমে সংরক্ষিত বন এবং পরে বন্যপ্রানী অভয়ারন্য হিসাবে ঘোষনা করা হয়। বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর এ বন ব্যবস্থ্যাপনার দায়িত্ব ‘বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বন বিভাগ, চট্টগ্রাম’ উপর ন্যাস্ড় হয় এবং তখন থেকে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরম্নদ্ধারে বিভাগটি নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় বর্তমানে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে এর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন এবং আবাসস্থল পুনরম্নদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

৪.৪ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত এবং এর যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় এখানে পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্ষেত্র উম্মোচিত হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় এবং অভয়ারণ্যের অভ্যন্ড়রে ও বাইরে নানাবিধ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন সুবিধার বিস্ড়ার ঘটায় ইতিমধ্যে এখানে বিশেষতঃ বাঁশখালী ইকোপার্কে উলে- খযোগ্য সংখ্যক দেশী বিদেশী পর্যটকের আগমন ঘটছে। বর্তমানে প্রবেশ ও পাকিং ফি ইজারার মাধ্যমে আদায় করা হচ্ছে। গত বৎসরে আনুমানিক এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার (১,৫০,০০০) দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে। সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, এ অভয়ারণ্যের পর্যটন সুবিধা হতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পরবর্তী বছর সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রদান করা হবে। এ অর্থ দ্বারা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি অভয়ারণ্য ও তৎসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকার সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কাজে ব্যায় করতে পারে। অর্জিত সরকারী রাজস্ব হতে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন কে অর্ধেক রাজস্ব ফেরত দেওয়ার ঘটনা আমাদের দেশে এক নজিরবিহীন ঘটনা। এছাড়াও :

- ❖ পরিবেশের কোন প্রকার ক্ষতি না করে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য স্থানীয় যুব সমাজের মধ্য হতে পর্যটন গাইড নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- ❖ নতুন কোন ফুট ট্রেইল নির্মান করা হয়নি, তবে ম্যাপ তৈরী ও পুরাতন ট্রেইল সংস্কার করা হয়েছে
- ❖ বাঁশখালী ইকোপার্কে পরিবেশ বান্ধব স্থাপনা তৈরী তথা ২টি ওয়াচ টাওয়ার, গোলঘর, ইকোকটেজ ও স্টুডেন্ট ডরমিটরী নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো তৈরীর পরিকল্পনা আছে
- ❖ পর্যটকদের পর্যটনকালীন জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণীর চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করার জন্য সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে

৪.৫ বনাঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য ব্যবস্থাপনা

পূর্বে নির্দিষ্ট অংকের রাজস্ব গ্রহনের বিনিময়ে বন হতে উৎপাদিত পণ্য আহরণের জন্য পারমিট প্রদান করা হতো। কিন্তু বন্যপ্রানী অভয়ারন্য ঘোষনার পর এই কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। বনের ভিতর ও আশেপাশের বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকায়নের প্রয়োজনে অবৈধভাবে এ সম্পদ সমূহ আহরন করে। তবে এ ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রনয়ন এবং এর সঠিক প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

৪.৬ বন্যপ্রানী অভয়ারন্য ব্যবস্থাপনার প্রতিবন্ধকতা

- ❖ চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ম্যাপ নিয়মিতভাবে হাল নাগাদ করা হয় না
- ❖ নিয়মিত বা নির্ধারিত বিরতিতে বন শুমারী পরিচালনা করা হয় না
- ❖ বন বিভাগের প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব
- ❖ বন বিভাগের প্রয়োজনীয় পরিবহন ও আধুনিক উপকরণের স্বল্পতা
- ❖ বনকর্মীদের আধুনিক বন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত দক্ষতার অভাব
- ❖ যৌথ বন টহল দলের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক আস্থার অভাব
- ❖ সরকারী অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বন বিভাগের কার্যকরী যোগাযোগের অভাব
- ❖ কমিউনিটি পেট্রোলিং গ্র"পের জন্য অপ্রতুল আর্থিক সুযোগ সুবিধা
- ❖ একটি কার্যকর সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান এখনও প্রতিষ্ঠিত না হওয়া

৪.৭ প্রাতিষ্ঠানিক এবং সু-শাসন সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ: রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহ জর"রী :

- ❖ **নিয়মিত সিএমসি/সংশি- ষ্ট কমিটির মিটিং:** সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সিএমসি সহ অন্যান্য সংগঠনগুলির নিয়মিত সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করা
- ❖ **আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা :** সিএমসির আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতিটি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতঃ সংশি- ষ্ট সকলকে অবহিত করণ সাপেক্ষে অনুমোদন করা
- ❖ **রেজুলেশন ও প্রতিবেদন :** প্রতিটি সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ড় সমূহ কার্যবিবরণী হিসেবে তৈরী এবং উক্ত কার্যবিবরণী সংশি- ষ্ট মহলে যথা সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা।
- ❖ **জবাবদিহিতা ও আমানতদারিতা :** প্রতিটি সদস্যের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং সম্পাদিত দায়িত্ব সম্পর্কে যে কোন সময় জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

উলেণ্টখ্য যে সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারী প্রজ্ঞাপনের আলোকে ল্যান্ডস্কেপ এলাকার ২৬টি গ্রামে জরিপ এবং সভার মাধ্যমে ২৬টি ভিসিএফ গঠন ও পিপলস ফোরামের জন্য একজন পুর"ষ ও একজন মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে। পিপলস ফোরাম সভায় প্রত্যক্ষ সম্মতির ভিত্তিতে সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদের জন্য ২২ জন প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে। গণভোটের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচন করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিতে আলোচনার মাধ্যমে সভার সিদ্ধান্ড় মোতাবেক কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন চলমান। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব কর্তব্য ও বিভিন্ন আইন সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। বাৎসরিক সিএমসি বাজেট ও আইপ্যাক প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলোচনা করা হয় এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের অনুমোদন স্বাপেক্ষে বাস্ড়বায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়।

৫.০ ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বর্তমান অবস্থা

৫.১ ল্যান্ডস্কেপ পন্থা

ল্যান্ডস্কেপ হল এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে অভয়ারণ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুধূমাত্র অভয়ারণ্যের অভ্যন্ড়রের সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল না হয়ে অভয়ারণ্য ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান সকল উপাদান অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত আবাসস্থল/বন, প্রতিবেশ ব্যবস্থা, নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী, সামাজিক/ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে এবং পরস্পর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রনয়ন পূর্বক তা বাস্ড়বায়ন করা।

৫.২ রক্ষিত এলাকার সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা

রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা উঁচু নিচু পাহাড় ঘেরা, সমতল, বসতবাড়ি, মহাসড়ক, কৃষি ও জলাভূমির সমন্বয়ে গঠিত। এসব এলাকার জমি ব্যাক্তি মালিকানাধীন আবার অনেক অংশ সরকারী মালিকানাধীন চট্রগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ এর আওতাধীন।

৫.৩ ভূমি ব্যবহার এর বর্তমান অবস্থা

স্থানীয় জনগোষ্ঠী ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় কৃষি আবাদ করেন। স্থানীয় দরিদ্র ও ক্ষমতাধর জনগোষ্ঠী দ্বারা সম্পাদিত ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ও বাফার এলাকায় মৎস্য চাষ, পানের বরজ, বাগান, নার্সারী, পোল্ট্রী ফার্ম, বনায়ন ইত্যাদি বিদ্যমান।

৫.৪ সংলগ্ন/সংশি- ষ্ট গ্রাম সমূহ

চুনতি অভয়ারণ্যের জলদি রেঞ্জ এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ৩টি ইউনিয়নের এবং ৪টি বন বিটের আওতাধীন মোট ২৬টি গ্রাম দ্বারা গঠিত। গ্রামগুলি হচ্ছে যথাক্রমে জলদী বিটের আওতায় বড়ুয়া পাড়া, দত্ত পাড়া, ছুম্মা পাড়া, দুয়ারী পাড়া, ভিলেজার পাড়া, শিলকূপ এর আওতায় আদর্শ গ্রাম, বদলা পাড়া, নোয়া পাড়া, মাতব্বর পাড়া, বড়ুয়া পাড়া, চাম্বল বিটের আওতায় জঙ্গল চাম্বল, বমোত্তর, হাইদরীমুরা, চাম্বল ভিলেজার, উত্তর পূর্ব চাম্বল, নাপোড়া বিটের আওতায় শামশিয়া ঘোনা, ভিলেজার পাড়া, মীর পাড়া, হিন্দু পাড়া ও পুঁইছড়ি বিটের আওতায় পূর্ব ছালিয়া পাড়া, হাটের ছড়া, নোয়াপাড়া, ঝুমপাড়া, অফিসটিলা, শিয়াপাড়া, মাইজপাড়া। উপরোক্ত গ্রামগুলোকে পরিবার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ২৬টি ভিসিএফ গঠন করা হয়েছে।

- **গ্রামাঞ্চল ও হাটবাজার :** ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় বেশ কিছু দৈনিক ও সাপ্তাহিক হাট-বাজার নিয়মিত বসে।
- **জলাভূমি ও নদী :** পাহাড় হতে উৎপন্ন কিছু ছড়া এবং খাল শঙ্খ ও মাতামুহুরী নদীতে পতিত হয়েছে। পরবর্তীতে এ নদী দুটি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।
- **বিদ্যমান কৃষি জমিঃ** বাফার জোন এবং ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় কৃষি জমি বিদ্যমান যেখানে বিভিন্ন ধরণের ফসল নিয়মিত চাষ করা হয়।
- ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় মার্মা সম্প্রদায়ের বসতি রয়েছে।
- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :** ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ এবং এনজিও সংস্থার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

৫.৫ ভূমি ব্যবহার অনুযায়ী বনের বর্তমান অবস্থা

জলদি রেঞ্জের বন বিভাগের আওতাধীন এলাকায় বিভিন্ন মেয়াদী বাগান যথা: ৬৫০.০০ হেক্টর দীর্ঘমেয়াদী এবং ৩৩২.৩৭ হেক্টর স্বল্প মেয়াদী বাগান রয়েছে। তবে বাঁশ ও বেত বাগান নেই।

দীর্ঘ মেয়াদী বাগানের প্রজাতি গুলো হচ্ছে গর্জন, শাল, গামার, চিকরাশি, কড়ই, মেহগনি, আমলকি, হরিতকি, ঢাকিজাম, বহেরা, জলপাই, বর্তা, আকাশমনি, গাব, পাম, জাম, অর্জুন, কাঁঠাল, ইত্যাদি।

স্বল্প মেয়াদী বাগানের প্রজাতিগুলো হচ্ছে অর্জুন, চিকরাশি, জলপাই, একাশিয়া, চাতিম, কাঁঠাল, আমলকি, গামার, ইত্যাদি।

চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের জলদি রেঞ্জ এলাকায় অবৈধভাবে বনভূমি দখল অব্যাহত আছে। বর্তমানে প্রায় ৩৭৫.৭২ হেক্টর জমি জবর দখলে আছে, বিশেষতঃ জঙ্গল পুঁইছড়ি, জঙ্গল নাপোড়া, জঙ্গল চাম্বল, পূর্ব চাম্বল, জঙ্গল জলদি, জঙ্গল পাইরঙ মৌজায়। ভিলেজারের সংখ্যা প্রায় ১২০। বনের অভ্যন্ড়রে যে সকল এলাকায়

প্রাকৃতিকভাবে বনের স্বাভাবিক পূনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে না এমন কিছু এলাকায় বন বিভাগ ইতিমধ্যে এনরিচমেন্ট বাগান সৃজন করেছে। ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বিভিন্ন রাস্তার (সড়ক ও জনপথ, ইউনিয়ন পরিষদ, এলজিইডি ইত্যাদি) দুই ধারে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্ট্রীপ বা সড়ক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় জনসাধারণ ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় নিজস্ব জমিতে এবং অনেক সময় জবরদখলকৃত বনভূমিতে কৃষি কাজ মূলতঃ সব্জি চাষ করে। কৃষি ও সব্জি চাষে উৎপাদিত ফসল তাদের পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জীবিকা উপার্জনেও সহায়তা করে।

৫.৬ স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা

চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে নিম্নলিখিত তিন ধরনের স্টেকহোল্ডার রয়েছে। যথা ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক স্টেকহোল্ডার ঃ বন বিভাগ, এন জি ও, ইউনিয়ন পরিষদ, ব্যাংক, বি বি জি এবং পুলিশ

প্রাথমিক স্টেকহোল্ডার ঃ জ্বালানী কাঠ সংগ্রাহক, অবৈধ বৃক্ষ নিধনকারী ও পাচারকারী, বাঁশ ও কাঠ সংগ্রাহক, শাক-সব্জি সংগ্রহকারী, মধু সংগ্রহকারী, বনের জমি জবরদখলকারী, পান চাষি, পর্যটক, শিকারী

দ্বিতীয় স্তরের স্টেকহোল্ডার ঃ কাঠ ব্যবসায়ী, স'মিল মালিক, ইট ভাটার মালিক, ফার্নিচার ব্যবসায়ী, ইত্যাদি।
অত্র অভয়ারণ্যের জলদি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন রেঞ্জ এর অধীনে মোট ২৬ টি গ্রামে প্রায় ৫,৫০০ পরিবারে প্রায় ৩২,০০০ জনগণ বসবাস করেন। তাদের মধ্যে প্রায় ৮৩% মুসলিম এবং বাকী সব হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। জনসংখ্যার প্রায় ৬৫% দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি। পাশাপাশি শিক্ষক, কাঠ ব্যবসা, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহকারী, জবরদখলকারী, ডাক্তার, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, স'মিল মালিক, ইট ভাটার মালিক ইত্যাদি পেশার জনগণ বিদ্যমান। অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী জীবিকা নির্বাহে রক্ষিত এলাকার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

৫.৭ কৃষি জমি এবং বসত ভিটার ব্যবহার

অত্র এলাকার কৃষি জমি দুই ফসলী আবাদের জন্য বিখ্যাত। বছরের বেশীর ভাগ সময় অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি ও পাহাড়ের ঢালুতে বিভিন্ন ধরনের সব্জি যেমন শশা, ঝিংগা, চিচিংগা, বরবটি, কাকরল, ঢেঁড়স, পুঁইশাক, লালশাক, বেগুন, মূলা, মিষ্টি আলু, গোলআলু, সিম, লাউ, পটল, খিরা, ডাটাশাক, কঁচু, ভূট্টা, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি আবাদ করা হয়। বসত ভিটায় স্থানীয় জনগন বরবটি, কঁচু, হলুদ, বেগুন, মরিচ, সিম, লাউ, ডাটাশাক ইত্যাদি আবাদ করে।

৫.৮ বনভূমি অবৈধ দখল

চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে অবৈধ বনভূমি দখল বহুলাংশে কমলেও এখনও অব্যাহত আছে। বর্তমানে প্রায় ৩৭৫.৭২ হেক্টর জমি জবর দখলে আছে, বিশেষতঃ জঙ্গল পুঁইছড়ি, জঙ্গল নাপোড়া, জঙ্গল চাম্বল, পূর্ব চাম্বল, জঙ্গল জলদি, জঙ্গল পাইরগু মৌজায়। মূলতঃ লোকজন কৃষি কাজে ও বসত ভিটা হিসেবে ব্যবহারের জন্য এ জমি জবরদখল করেছে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়েও কিছু কিছু বনভূমি জবরদখল করার চেষ্ঠা করা হচ্ছে। তাছাড়া ফরেস্ট ভিলেজাররাও বেশ কিছু বনভূমি জবরদখল করেছে। এ সমস্ত জবরদখলকৃত জমি পুনরুদ্ধারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা আশু প্রয়োজন।

পার্ট - ২

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে কৌশলগত সুপারিশমালা

১.০ রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা

১.১ উদ্দেশ্য

রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য হল স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহনের মাধ্যমে এমন একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যার মাধ্যমে চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য অন্ড়র্ভূক্ত সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ বন এলাকা টিকিয়ে রাখাসহ জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন সাধনের পাশাপাশি স্থানীয় জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। এক্ষেত্রে প্রধান করনীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ

- ❖ এমন একটি সহ-ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যা অভয়ারণ্য এবং আশপাশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং এর সঠিক ভাবে বাস্ড়বায়ন।

- ❖ সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এবং মূল স্টেকহোল্ডার ও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতার ভিত্তিতে সহ-ব্যবস্থাপনা দলের অনুবর্তী হয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কাজ করা।
- ❖ রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্ম প্রক্রিয়া নির্ধারণ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাজের সক্ষমতা অর্জন এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা।
- ❖ অভয়ারন্যের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা যার অন্তর্ভূক্ত থাকবে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন প্রাণী, হুমকীর মুখে থাকা প্রাণী, সংরক্ষিত প্রাণী এবং দুর্লভ প্রজাতির গাছ।
- ❖ যত দ্রুত সম্ভব উদ্ভিদকূল, প্রাণীকূল ও ভৌত উপাদান সম্পর্কিত বিষয় পুনরুদ্ধার করা এবং তা বজায় রাখা সহ বনজ প্রতিবেশের উৎপাদনশীলতা ধরে রাখা।
- ❖ নির্দিষ্ট কিছু স্থানে পরিবেশ বান্ধব পর্যটনকে উৎসাহিত করা এবং দর্শনার্থীদের ভ্রমণের জন্য ট্রেইলের উন্নয়নে সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বৃদ্ধি করা।
- ❖ সর্বোপরি, বিকল্প আয় সৃষ্টি সংক্রান্ত কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জীবিকার উন্নয়ন।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য মুল কার্যক্রমের পাশাপাশি নিম্নোক্ত কার্যক্রম গুলোও হাতে নিতে হবে :

- ❖ জরিপের মাধ্যমে অভয়ারণ্য সীমানা চিহ্নিত করা।
- ❖ এমন একটি সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল গড়ে তোলা যার সাথে সম্পৃক্ত কাজে সংশ্লিষ্ট নীতি বিষয়ক নির্দেশনা প্রণয়ন, সহ-ব্যবস্থাপনাকে রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণের সাথে সংগতিপূর্ণ করে এবং এতে যাতে প্রধান স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্তকরনের মাধ্যমে সিদ্ধান্তগ্রহন করা
- ❖ জীববৈচিত্র্যের উৎস্যসমূহের জরিপ পরিচালনা করা
- ❖ বন বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে
- ❖ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং সংরক্ষণ বিষয়ক ইস্যুতে সম্প্রসারণ কার্যক্রম গড়ে তোলা
- ❖ স্থানীয় স্টেকহোল্ডার এবং বন বিভাগের কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, আয়বৃদ্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টিসহ রক্ষিত এলকার সুবিধা উন্নয়ন কার্যকর ভূমিকা পালনের সক্ষমতা অর্জন
- ❖ অভয়ারণ্যের মধ্যে সংরক্ষণ এবং দর্শনার্থীদের জন্য সুবিধার উন্নয়ন
- ❖ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আশেপাশের গ্রামগুলিতে বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদের যোগান বৃদ্ধি করা
- ❖ দেশীয় জাতের চারার মাধ্যমে বনায়নকে উৎসাহিত করা এবং ধীরে ধীরে বিদেশী জাতের গাছের স্থলে দেশীয় জাতের চারা রোপণ করা
- ❖ প্রধান স্টেকহোল্ডার বা বননির্ভর স্থানীয় জনগনের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা

১.২ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে, প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করা হচ্ছে। সহ-ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ও সহযোগী সকলের মধ্যে রক্ষিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার সুষমভাবে বন্টন করা হবে এবং ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলের কার্যকর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। সকল স্টেকহোল্ডারদের কার্যকরী অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে 'সহ-ব্যবস্থাপনা'।

১.২.১ সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্যের দীর্ঘ মেয়াদী সংরক্ষণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্থানীয় জনসাধারণকে প্রধান স্টোকহোল্ডার হিসাবে অংশ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা
- ❖ রক্ষিত এলাকার আশপাশে বসবাসকারী জনগণের অংশ গ্রহণ ভিত্তিক বনজ সম্পদের ব্যবহার ও বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো
- ❖ রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ এবং যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিসহ উন্নততর প্রশাসনিক কাঠামো নিশ্চিতকরণ
- ❖ পরিবেশ পর্যটনকে উৎসাহিত করা এবং দর্শনার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা
- ❖ স্থানীয় জনগণের পরামর্শ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যম সহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া
- ❖ রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা এবং প্রয়োজনীয় গবেষণার বিষয় সনাক্ত করা
- ❖ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ও এর সাথে খাপ খাওয়ানোর কৌশল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা

১.২.২ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠন। এই সংগঠন হচ্ছে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার সাথে বিভিন্ন ভাবে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী ও সরকারি বিভাগের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত। চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের একাংশের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত জলদি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো হলো: ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম (ভিসিএফ); পিপলস্ ফোরাম (পিএফ); সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি)। এছাড়াও ব্যবস্থাপনার আওতায় অন্যান্য সহযোগী সংগঠন গুলো হচ্ছে : কমিউনিটি পেট্রোলিং গ্রুপ (সিপিজি), ফরেস্ট কনজারভেশন ক্লাব (এফসিসি), সিবিও, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আইপ্যাক মনিটরিং টিম, স্থানীয় সরকার বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্টানের প্রতিনিধি প্রমূখ।

প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহের নেটওয়ার্কিং তৈরীর মাধ্যমে নিমোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হতে পারে:

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সকল সংগঠন সমূহের মধ্যে একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক স্থাপন
- ❖ রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য কৌশলগত সামর্থ্য উন্নয়ন
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় নতুন নতুন এলাকা অন্তর্ভূক্ত করা
- ❖ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ এবং এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টিতে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা
- ❖ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা
- ❖ বন নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা ও বিকল্প কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা

১.২.৩ সুবিধাসমূহের বন্টন

ক) ৫০ শতাংশ রাজস্ব আয় রক্ষিত এলাকার উন্নয়নে ব্যয়:

রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত প্রবেশ ফি ও পাকিং হতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পরবর্তী বছর রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনায় ব্যয় করার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন: রক্ষিত এলাকায় দর্শনার্থী কর্তৃক প্রদেয় প্রবেশ ফি এবং স্টুডেন্ট ডরমেটরী ব্যবস্থাপনা হতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট পরবর্তী বছর ফেরত দেয়া হয়। এছাড়াও বাফার এলাকায় সামাজিক বনায়নের মাধ্যমেও উপকারভোগীগন সৃষ্ট বন হতে নিম্নরূপ লভ্যাংশ পেতে পারেন ঃ

খ) শালবন ব্যতীত বিদ্যমান বাগান ও প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে :

১) বন অধিদপ্তর ৫০%
২) উপকারভোগী ৪০%
৩) বৃক্ষরোপণ তহবিল ১০%

গ) স্থানীয় জনগণ নিজেদের উদ্যোগে বন বিভাগের ভূমিতে গৃহীত সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রেঃ

১) বন অধিদপ্তর ২৫%
২) উপকারভোগী ৭৫%

ঘ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ভূমিতে সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে :

১) বন অধিদপ্তর ১০%
২) উপকাভোগী ৭৫%
৩) ভূমির মালিক সংস্থা ১৫%

উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের ফলে সুবিধাভোগীদের উপকার নিশ্চিত হবে।

১.২.৪ ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল/এনডোমেন্ট ফান্ড/ঘূর্ণায়মান তহবিল এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের অভ্যন্ড়রে এবং আশেপাশে ব্যাপক সংখ্যক জনগণ রয়েছে যাদের অধিকাংশের জীবিকা বিদ্যমান বনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এই জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় সৃষ্টি, সামাজিক ও সামষ্টিক উন্নয়নে আইপ্যাক প্রকল্প কর্তৃক ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল সহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষন ও সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে গুর্ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু এই বিশাল কর্মকান্ড অন্যান্য সংশি- ষ্টদের সহযোগিতা ছাড়া এককভাবে আইপ্যাক প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। এজন্য নিসর্গ নেটওয়ার্ক সংশি- ষ্ট অংশীদার ও সমর্থনকারী বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগ ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। বিকল্প আয় বৃদ্ধি ও ব্যবসায় উদ্যোগসমূহে সংশি- ষ্ট সংস্থাকে জড়িত করার মাধ্যমে কোন জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভবপর হতে পারে।

কোন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে যেমনঃ আইআরজি, কোডেক, আরণ্যক ফাউন্ডেশন, জিটিজেড, ইউএনডিপি, জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড, আইইউসিএন, ওয়াল্ড ফিস সেন্টার, পরিবেশ অধিদপ্তর ইত্যাদি হতে তহবিল পাওয়া গেলে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

২.০ আবাসস্থল পূনর্দ্ধার কর্মসুচি

২.১ উদ্দেশ্যসমূহ

আবাসস্থল পুনর্দ্ধার কর্মকান্ডের প্রধান দিকগুলো হচ্ছে ঃ

- ❖ জীববৈচিত্রের উন্নয়নের সাথে সাথে উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের বংশ বৃদ্ধির প্রয়াস
- ❖ রক্ষিত অঞ্চলে জনবসতি স্থাপন বন্ধ ও কৃষি কাজ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নতুন বন সৃজনসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
- ❖ রেসাস্ বানর, হাতিসহ বিপদাপন্ন প্রাণীদের নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করা
- ❖ বন্যপ্রাণীর অবাধ চলাচল,খাদ্য ও আশ্রয় নিশ্চিত করা
- ❖ নিয়ন্ত্রিত ইকো-টুরিজমের বিকাশ
- ❖ জলাশয়ের বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবহার

২.২ বর্তমান বনাঞ্চল এবং তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ হালনাগাদকরণ

- ❖ বর্তমান বনাঞ্চল এবং ল্যান্ডস্কেপের বাস্ড়ব সম্মত ও পরিবেশ বান্ধব ম্যাপ তৈরী করা দরকার
- ❖ ম্যাপ এ বিভিন্ন জোন, ঐতিহাসিক স্থান/নিদর্শন এর সুস্পষ্ট উলে- খ থাকা প্রয়োজন

২.৩ সীমানা চিহ্নিতকরণ

সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য যথাযথভাবে সার্ভে করার পর সীমানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সীমানা পিলার স্থাপনা করা যেতে পারে। এর পাশাপাশি সচেতনতা ও নির্দেশনামূলক সাইনবোর্ড ও

বিলবোর্ডও স্থাপন করা যেতে পারে। ইতিপূর্বে স্থাপিত সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মেরামত ও পূণঃমুদ্রণ করা যেতে পারে।

২.৪ অবৈধভাবে গাছ কাটা/বনে আগুন দেয়া/বিল সেচা এবং পশু চরানো নিয়ন্ত্রণ করা

উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রনে নিম্নবর্নিত ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে ঃ

- ❖ অবৈধ গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণে বন বিভাগের কর্মীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ করা
- ❖ যৌথ বন টহল দল পূর্ণগঠন ও শক্তিশালী করা
- ❖ যৌথ টহল দলের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রকল্প ও দাতা সংস্থা হতে সাহায্য আহবান করা যেতে পারে
- ❖ রক্ষা কাজে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মাঠকর্মী ও স্থানীয় লোকজনদের কেউ দৃষ্টান্ত্মূলক অবদান রাখতে পারলে তাকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- ❖ বন নির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে বিকল্প আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্ত্বায়ন করা
- ❖ ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা
- ❖ অবকাঠামো (স্কুল, রাস্ত্াঘাট, ব্রীজ/কালভার্ট) উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্ত্বায়ন করা
- ❖ আগুন নির্বাপনী প্রয়োজনীয় যন্ত্র-পাতির সরবরাহ করা
- ❖ বনে গোচারণ বন্ধে গবাদি পশুর মালিকদের অবহিত করা সহ উদ্ধুদ্দ করা
- ❖ বনভূমির অবৈধ দখল মুক্ত করা ও অবৈধ দখলরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- ❖ সিএম সি ও বন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সভার মাধ্যমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত্গ্রহণ ও বাস্ত্বায়ন করা
- ❖ গন সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে সভা ও সমাবেশ করা, মাইকিং করা ইত্যাদি

৩.০ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৩.১ উদ্দেশ্য

এই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো :

- ❖ হুমকীর সম্মুখীন নির্বাচিত বনাঞ্চলের কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাতে করে জীববৈচিত্র্য রক্ষা পায়
- ❖ বনকে উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সংরক্ষণের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী বসবাসের উপযোগী করে তোলা
- ❖ বনের সম্ভাবনাময় উৎস্যগুলোকে সংরক্ষণ করা যার মধ্যে নির্বাচিত জীববৈচিত্র্যও অন্ত্র্ভূক্ত থাকবে
- ❖ স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ ও কার্যকর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে শক্তিশালীকরণ

৩.২ তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনা

ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকায় স্ট্রীপ বনায়ন, সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ব্রীজ, কালভার্ট সংস্কার/নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, সেনিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বল্পমূল্যে উন্নত চুলা স্থাপন, সম্প্রসারণ, ম্যালিরিয়া নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধি ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হবে। এ কাজে অর্থের সংকুলান করতে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও দাতা সংস্থাগুলি হতে অর্থ সহায়তা গ্রহণের প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে।

৩.৩ রক্ষিত এলাকার মূল অংশ (কোর জোন) ব্যবস্থাপনা

৩.৩.১ আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম

৩.৩.১.১ এনরিচমেন্ট প- ান্টেশন ঃ

- ❖ কোর জোনের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ যেখানে প্রাকৃতিকভাবে বনের স্বাভাবিক পুনর্জ্জীবন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হচ্ছে সেখানে নতুন বনায়ন করা সহ বিদ্যমান প্রাকৃতিক বনের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা ।

৩.৩.১.২ ঘাস জমির উন্নয়নঃ

- ❖ তৃণভোজী বণ্যপ্রাণীদের খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ঘাস বাগান সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে সরকারী খাস জমির উপর নির্ভর করা যেতে পারে।

৩.৩.১.৩ জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণঃ

- ❖ বণ্যপ্রাণীদের জন্য বনের অভ্যন্তরে পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাঁধ নির্মানের মাধ্যমে জলাশয় সৃষ্টি সহ বিদ্যমান জলাশয়ের সংস্কার/পূণঃখনন করা যেতে পারে।

৩.৩.১.৪ বিশেষ আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

- ❖ বিশেষ বিশেষ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ধরনের আবাসস্থল ব্যবস্থাপনা করা। বন্যপ্রানীর খাবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য আলাদা বনায়ন অথবা বিদ্যমান ফলদ গাছ সংরক্ষণ সহ নতুন ফলদ গাছ লাগানো যেতে পারে।

৩.৩.১.৫ ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা

- ❖ রক্ষিত এলাকার ক্যাচমেন্ট এরিয়ার উন্নয়ন সাধন পূর্বক ওয়াটারশেড ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা । এক্ষেত্রে ছোট ছোট চেক ড্যাম নির্মান করা যেতে পারে।

৩.৩.১.৬ পরিবেশ বান্ধব কর্মকান্ড পুনরূদ্ধার

- ❖ ভূমিক্ষয় ও ভূমিধ্বস রোধ কল্পে হুমকির মুখে পতিত পাহাড়ী বনে বনায়ন সহ ছড়ার পাশে বাঁশ এবং তৃণভোজীদের জন্য ঘাস বাগান সৃজন করা যেতে পারে।

৩.৪ তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল (জোন)

৩.৪.১ বাফার অঞ্চল

- ❖ বনায়ন উপযোগী বাফার জোন এলাকায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাগান সৃজন ও অংশীদার নির্বাচন করে অংশীদারদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরন নিশ্চিত করন।

৩.৪.২ ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল

- ❖ ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় মজা পুকুর ও জলাধারকে মৎস্য চাষের আওতায় আনা ও টহলদল এবং বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে দিয়ে মৎস্য চাষ করানোর মাধ্যমে বিকল্প আয়ের উৎস নিশ্চিত করা
- ❖ ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় পতিত/প্রান্তিক জমি, সড়ক ও সংযোগ সড়কে সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি করা যেতে পারে।

- ❖ বিকল্প আয় ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে পাটি/মাদুর তৈরী, তলই ও লাই তৈরী, নার্সারী উত্তোলন, উন্নত চুলা তৈরী, ঝুড়ি বানানো এবং বিপননের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিক্রয় কর্ণার চালু করা যেতে পারে।
- ❖ যুবা মহিলাদের বাটিক/বুটিকের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা
- ❖ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদান সহ প্রশিক্ষিত ইকো-গাইড তৈরী
- ❖ ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জনগোষ্ঠীকে সচেতন করার লক্ষ্যে সচেতনতা মূলক বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম গ্রহন।

৪.০ জীবিকায়ন এবং ভেলু চেইন কর্মসূচী

৪.১ উদ্দেশ্য

জীবিকায়ন এবং ভেলু চেইন কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য গুলো হচ্ছে ঃ

- ❖ বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার উপর চাপ কমানো
- ❖ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করনে সহায়তা করা

৪.২ ভ্যালু চেইন এবং কনজারভেশন এন্টারপ্রাইজ

ভ্যালু চেইন প্রক্রিয়াকে টেকসই করার জন্য একই পেশায় নিয়োজিত স্থাণীয় জনগোষ্টীকে দলবদ্ধকরণ, দলগতভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ,বাজারজাতকরণে উদ্ধুদ্ধকরণ এবং বাজারের সাথে সংযোগ সৃষ্ঠি। বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য জলদি সিএমসির আওতায় ২৬টি ভিসিএফ সহ সিপিজি,এফসিসি এবং অন্যান্য সংগঠনে ভ্যালু চেইনের মাধ্যমে বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন করা হচ্ছে। প্রতি ভিসিএিফ হতে ৩০ জন দরিদ্র সদস্যকে নির্ধারিত ৪টি ট্রেডে (কৃষি, মৎস্য চাষ, বাঁশ-বেতের জিনিস তৈরী এবং নার্সারী স্থাপন) দলগতভাবে বিভক্ত করে প্রয়োজনীয় উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পরবর্তীতে বরাদ্ধ পাওয়ার প্রেক্ষিতে ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জনগোষ্ঠীকে আরো ব্যাপক হারে বিভিন্ন বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচীর আওতায় আনা যেতে পারে।

৪.২.১ কৃষি এবং হর্টিকালচার ফসল

- ❖ কৃষি ও হর্টিকালচার ফসল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাতে নেওয়া যেতে পারে
- ❖ উচ্চ ফলনশীল ফসলের / সব্জির আবাদ বৃদ্ধি

৪.২.১.১ সমন্বিত বসতভিটা খামার ব্যবস্থাপনা

- ❖ বনজ, ফলদ ও ভেষজ চারা গাছ বসতভিটায় বনায়ন
- ❖ হাঁস-মুরগি পালন
- ❖ সব্জী আবাদ

৪.২.১.২ উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চ মূল্যের ফসলের চাষাবাদ

- ❖ স্বল্প সময়ে উচ্চফলনশীল ফসলের বীজ সরবরাহ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এলাকার কৃষকদের সচেতন ও সহযোগিতা করা

৪.২.১.৩ ভিলেজ নার্সারি

- ❖ বসতভিটা ভিত্তিক নার্সারী উত্তোলনে উৎসাহিত করা

৪.২.১.৪ হর্টিকালচার

- ❖ বাউকুল, আপেল কুল, কমলা, কাঠাঁল, জাম, জলপাই, আমলকি, ইত্যাদির বাগান সৃষ্টি করে প্রান্ড়িক জমির ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

৪.২.২ মৎস্য চাষ/আহরণ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সহযোগিতায় টহলদল ও বননির্ভর জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নে দলীয়ভাবে মাছ চাষে সম্পৃক্ত করা

৪.২.৩ বাঁশ সম্পদ উন্নয়ন

- ❖ বসতভিটার প্রান্তিক জমিতে বাঁশের বাগান সৃজন করে কুটির শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করণ।

৪.২.৪ হস্তশিল্প/তাঁত শিল্প

- ❖ বন নির্ভর দরিদ্র মহিলা ও কিশোরীকে বাটিক ও বুটিক, তলই, লাই, শোপিচ তৈরী ইত্যাদির প্রশিক্ষণ প্রদান।

৪.২.৫ উন্নত চুলা

- ❖ উন্নত চুলা স্থাপনে দক্ষ কারিগর তৈরী বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান সহ উন্নত চুলা স্থাপনে ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার জনগণকে উদ্ধুদ্ধ করা
- ❖ সিএমসি'র উদ্যোগে স্বল্প মূল্যে ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার জনগণের মাঝে উন্নত চুলা স্থাপন/সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে, জিটিজেড এর কাছ থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে বন নির্ভর দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ, বিষয় ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা।

৫.০ ফেসিলিটিজ (অবকাঠামো মূলক) উন্নয়ন কর্মসূচি

৫.১ উদ্দেশ্যসমূহ

আগত পর্যটকগণ যাতে স্বাচ্ছন্দে চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ভ্রমন এবং পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। পরিবেশবান্ধব পর্যটনের পাশাপাশি বন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবস্থানের জন্যও ঘরবাড়ী নির্মানসহ পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৫.২ সুবিধাদির উন্নয়ন

পর্যটকদের প্রকৃতি উপভোগের নিম্নলিখিত সুবিধাদির উন্নয়ন করা প্রয়োজন ঃ

- ❖ প্রশিক্ষিত ইকো-গাইড তৈরী
- ❖ প্রয়োজনীয় স্থানে বেঞ্চ নির্মানসহ পানি ও টয়লেট এর ব্যবস্থা করা
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির অফিস নির্মাণ
- ❖ পর্যবেক্ষনের জন্য পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ
- ❖ গোলঘর নির্মাণ

৫.৩ বনে রাস্তা এবং ট্রেইল নির্মান

- ❖ বিদ্যমান ট্রেইল সংস্কার করা সহ নতুন ট্রেইল নির্মান
- ❖ বনে বিদ্যমান রাস্তার মেরামত ও উন্নয়ন
- ❖ ট্রেইলে প্রয়োজনে কালভার্ট নির্মাণ

৬.০ দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

৬.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন শিল্পের বিকাশ
- ❖ এলাকাবাসীর বিকল্প জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি
- ❖ আদিবাসীদের শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ
- ❖ পার্কিং স্পট সংস্কার ও সম্প্রসারন

৬.২ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

৬.২.১ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন এলাকা চিহ্নিতকরণ

চাম্বল বিটের জঙ্গল চাম্বল মৌজা ও নাপোড়া বিটের জঙ্গল নাপোড়ার বন একটু উন্নয়ন করা গেলে পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের জন্য খুবই উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে পারে। সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা জর"রী।

৬.২.২ প্রবেশ ফি

- ❖ প্রবেশ ফি সংগ্রহের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা এবং নীতিমালা অনুযায়ী রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও এলাকাবাসীর উন্নয়নে ব্যয় করা
- ❖ ছাত্রাবাস ইকো-কর্টেজ এর মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি সহ নতুন নতুন উন্নয়ন কাজ বাস্ড়বায়ন।

৬.২.৩ প্রকৃতি এবং হাইকিং ট্রেইল

- ❖ বিদ্যমান হাইকিং ট্রেইল এর উন্নয়ন সাধন
- ❖ বিদ্যমান গোলঘর ও পর্যবেক্ষণ টাওয়ার সংস্কার করা সহ নতুন গোলঘর ও পর্যবেক্ষন টাওয়ার নির্মান
- ❖ বোটিং এর জন্য জলাভূমির সৃষ্টি সহ বোট সরবরাহ করা

৬.২.৪ পিকনিকের জন্য সুবিধাদি

- ❖ পিকনিক স্পট ও বেঞ্চ নির্মাণ
- ❖ পিকনিক শেড নির্মাণ
- ❖ ছাতা নির্মাণ
- ❖ ইকোকটেজ নির্মাণ
- ❖ স্টুডেন্ট ডরমিটরী নির্মাণ।

৬.২.৫ কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

- ❖ স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী দ্রব্য ও শিল্পের স্থায়ীভাবে বিপনন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৬.২.৬ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রণ

- ❖ ইকোগাইড এর মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার ভ্রমন নিশ্চিত করা
- ❖ পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- ❖ স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা
- ❖ সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি/সাইনবোর্ড স্থাপন এবং প্রয়োজনবোধে সংস্কার করা
- ❖ সহজ যাতায়াত নিশ্চিত করণার্থে ম্যাপ প্রদর্শণ করা

৬.৩ সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষা, সচেতনতা এবং অন্তর্নিহিত অর্থ বিশে- ষণ

৬.৩.১ পর্যটন শিক্ষার জন্য ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যম

- ❖ সাইন বোর্ড, বিল বোর্ড, লিফলেট, ভিডিও চিত্র, ট্রেইল চিহ্ন, ইকো-ট্যুর গাইড, মোবাইল ভিডিও ভ্যান, ইত্যাদির স্থাপন ও ব্যবস্থা করা।

৬.৩.২ পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা

- ❖ বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, হাইকিং, ক্রস ভিজিট, মাইকিং, ভিডিও প্রদর্শন, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- ❖ প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ।

৭.০ অংশ গ্রহণ মূলক মনিটরিং (পরীবিক্ষণ) এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচী

৭.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি সহ সম্পাদিত উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত হওয়া
- ❖ পরিকল্পনা গ্রহণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মসূচীর সফল বাস্ড়বায়ন

৭.২ অংশ গ্রহণমূলক মনিটরিং

- ❖ ক্রস ভিজিট, যৌথ সমীক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানো
- ❖ বাস্ড়বায়িত/বাস্ড়বায়িতব্য কাজের গুনগত মান নিশ্চিতকরণ।

৭.৩ প্রশিক্ষণ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাথে জড়িত সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের বিভিন্ন স্ড়রের প্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- ❖ বিকল্প আয় সৃষ্টির জন্য এলাকায় রিসোর্স পার্সনদের উদ্ভাবনী কৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ সিএমসি'র হিসাব কর্মকর্তা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা

৮.০ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচি

৮.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ/গতিশীল করা
- ❖ জনবল বৃদ্ধি ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ বনভূমি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইকো টুরিজম ইত্যাদি সুষ্টুভাবে সম্পাদন।

৮.২ স্টাফিং

- ❖ সিএমসি'র হিসাব প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ দেয়া
- ❖ স্থায়ীভাবে টিকেট কাউন্টার সহকারী নিয়োগ
- ❖ বন্যপ্রাণী রক্ষক এর সংখ্যা বাড়ানো
- ❖ সিএমসি'র জন্য একজন নির্বাহী অফিসার নিয়োগ করা
- ❖ আইপ্যাক মেয়াদ শেষে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তদারকির জন্য ২ জন মাঠ সংগঠক নিয়োগ করা
- ❖ বিভিন্ন সেবাদানকারী ও দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগের জন্য ১ জন লিয়াজো অফিসার নিয়োগ
- ❖ অফিসের জন্য একজন সাপোর্ট স্টাফ নিয়োগ করা

৮.৩ দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ

- ❖ পারস্পারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ন ওয়াকিবহাল থাকা।
- ❖ দায়িত্ব উপলব্ধি ও নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন। লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র সংরক্ষনসহ স্থানীয় জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই আমাদের সকলের লক্ষ্য।

৯.০ বাজেট

৯.১ প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং নির্দেশক মূলক বাজেট প্রাক্কলন

- ❖ রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গ্রহীত কার্যক্রমের বাস্ড়বায়নযোগ্য বাৎসরিক/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও সম্ভাব্য খরচের বাজেট প্রস্তুত ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে বাস্ড়বায়ন।
- ❖ কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি সহ বহি: উৎস্য খোঁজা
- ❖ প্রাক্কলিত বাজেট নিয়ন্ত্রণ এবং যথাযথ ভাবে গৃহীত কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন

৯.২ বাজেট পরিমার্জন

- ❖ পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নাধীন সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য মূল্যস্ফীতির হারে রিভাইজ বাজেট প্রনয়ন করা যেতে পারে।
- ❖ প্রয়োজনে বাজেট পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন করত সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভায় অনুমোদন ক্রমে কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করা যেতে পারে।

১০.০ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কৌশল

প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলি যাতে ফলপ্রসু এবং কার্যকর ভাবে রক্ষিত এলাকা গুলো সংরক্ষন এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবহিকতা বজায় রাখতে পারে সেই লক্ষ্যে আইপ্যাক এর কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় এবং বাস্ড়বসম্মত পদক্ষেপ গ্রহনের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নর—পঃ

১০.১ আইপ্যাকের আওতাধীন ২৫টি রক্ষিত এলাকার জন্য এলাকা ভিত্তিক ধারাবাহিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন

ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ১৬টি রক্ষিত বন এবং ৫টি রক্ষিত জলাভূমির জন্য যে ২১টি রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে তাতে দিকনির্দেশনা সম্বলিত এ অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থপনা সংগঠনগুলি যদি সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উলেণ্ঢখিত দিকনির্দেশনা মোতাবেক তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমগুলো যথাযথ ভাবে পরিচালনা করে তবে প্রকল্প মেয়াদান্ড়ে তাদের ধারাবাহিকতা অবশ্যই বজায় থাকবে।

১০.২ ধারাবাহিকতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষনের মাধমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ দলগত কর্মদক্ষতা উন্নয়নের ভিত্তিতে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আইপ্যাক প্রকল্পের অন্যতম মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুর—ত্ব প্রদান করতে হবে। এখানে উলেণ্ঢখ করা প্রয়োজন যে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গুলির ব্যবস্থাপনার জন্য যে সকল সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে সেই মোতাবেক সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলি তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে কিনা সেই বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন ঃ

- ❖ যথাসময়ে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নির্ধারিত সভাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়া (যেমন:সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি, পিপলস্ ফোরাম, নিসর্গ সহায়ক, ভিলেজ কমিউনিটি ফোরাম এর নির্ধারিত সভাগুলো)।
- ❖ প্রতিটি সভার কার্যবিবরনীসহ সিদ্ধান্ড় নির্ধারিত মহলে প্রেরন করা
- ❖ ভিসিএফ, এন এস এবং পি এফ সংগঠন গুলোর কার্যক্রম নিয়মিত ভাবে সিএমসি কর্তৃক মনিটর করা।
- ❖ সংশি- ষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নির্ধারিত সভাগুলো যথা সময়ে সম্পাদন করা, ইত্যাদি।

এছাড়াও আর্থিক ব্যবস্থাপনা যাতে নিয়মনীতি মোতাবেক স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয় সে বিষয়েও নিশ্চিত হতে হবে। যেমনঃ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের (সিএমসি/আরএমও) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন করা।
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সকল আয় ব্যয় স্বচ্ছতার সাথে হিসাবায়িত করা
- ❖ দক্ষতার সাথে রক্ষিত এলাকার প্রবেশ ফি সহ অন্যান্য ফি আদায়

- ❖ কাউন্সিল কমিটিতে সিএমসি/আরএমও এর আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং অনুমোদন করিয়ে নেওয়া
- ❖ নির্ধারিত সময়ে অভিজ্ঞ অডিটর দ্বারা হিসাব নিকাশ অডিট করানো, ইত্যাদি।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপরই সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা নির্ভরশীল।

উলেণ্টখ্য যে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি 'পারফরমেন্স মনিটরিং স্কোরকার্ড' প্রনয়ন করা হয়েছে যা কার্যকর ভাবে সম্পাদিত কার্যক্রম/উন্নয়ন ধারাবাহিক ভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে। প্রসঙ্গত যে এই কার্য্যক্রমের মাধ্যমে সরকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা এবং প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধি পাবে যা সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলোর সাথে সংরক্ষনের বিষয়ে সমর্থন বৃদ্ধি করবে ফলশ্রুতিতে একত্রে কাজ করা সহজ হবে।

১০.৩ দীর্ঘ মেয়াদী এবং সম্বন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা

প্রতিটি রক্ষিত এলাকায় নিদিষ্ট সম্ভাবনাময় বিষয়গুলি চিহ্নিত করে দীর্ঘমেয়াদী এবং সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে সকল সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সোসাল ওয়েল ফেয়ার দপ্তরে নিবন্ধন করা যাতে তারা তহবিল সংগ্রহ/সৃষ্টি এবং এর ব্যবস্থাপনা করতে পারে। তহবিল সংগ্রহ সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছে ঃ

- ❖ রক্ষিত এলাকার প্রবেশ ফি, পার্কিং ফি ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ
- ❖ রক্ষিত এলাকার ইকো-ট্যুরিজম থেকে প্রাপ্য আয়ের ভাগ
- ❖ আরন্যক ফাউন্ডেশন এর সাথে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সেতুবন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফান্ড
- ❖ সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির সুযোগ করিয়ে দেওয়া
- ❖ অন্যান্য দাতা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আর্থিক সমর্থন প্রাপ্তির লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন এবং দাখিল করা, ইত্যাদি।

উলেণ্টখিত সম্ভাবনাগুলো যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো গেলে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অবদান রাখবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১০.৪ 'নিসগ্য নেটওয়ার্কের' পলিসি এবং আইনগত সমর্থন নিশ্চিতকরন

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনাকে 'পলিসি এবং আইনগত' সমর্থন লাভের লক্ষ্যে নতুন 'রক্ষিত এলাকা নীতিমালা' প্রনয়নসহ সহ সহ-ব্যবস্থাপনা ধারনাকে অর্ন্তভূক্ত করে বিদ্যমান 'বন আইন' এবং 'বন্যপ্রানী আইন' সংশোধন কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ড় পর্যায়। এছাড়াও বিদ্যমান জাতীয় বন নীতিতে ও 'সহ-ব্যবস্থাপনা ধারনাকে' অর্ন্ড়ভূক্ত করে বন বিভাগ একটি যুগোপযোগী জাতীয় বননীতি প্রনয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আইপ্যাকের অর্জন যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক।

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন মহলে তুলে ধরা সহ সরকারী সমর্থন আদায় এবং সরকারী আর্থিক এবং কারিগরী সহায়তা প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি কাজে লাগানো গেলে সরকারের সক্রিয়/ফলপ্রসু সহযোগী হিসাবে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষা নিশ্চিত হবে।

১০.৫ মত-বিনিময়ের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন

রক্ষিত এলাকা সংরক্ষনে 'সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' বাংলাদেশ সরকারের আইন এবং পলিসি গত সমর্থন লাভ সহ আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্তে কার্য্যকর প্রভাব বিস্ড়রের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কন্ঠ (National Voice) এবং মঞ্চ (Platform) স্থাপনের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমে কার্য্যকর নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা জরুরী। এই লক্ষ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলোর সংশিণ্টষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করা জরুরী। এছাড়াও সহ-ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ফোরামে সহ-ব্যবস্থাপনা বিষয়টি উপস্থাপনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন।

১১.০ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজন পরিকল্পনা

১১.১ জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু হচ্ছে কোন এলাকার কমপক্ষে ৩০ বছরের গড় আবহাওয়া। কোন নির্দিষ্ট ঋতুতে একটি এলাকার আবহাওয়ার লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা কিন্তু মানুষের কর্মকান্ডে তা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে অভিহিত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানব অস্ড়িত্বসহ এ গ্রহের জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন।

১১.২ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ

প্রাকৃতিক কারণ ঃ যেমনঃ ভূ-কম্পন, সৌর শক্তির তারতম্য, পৃথিবীর কক্ষীয় পরিবর্তন, আগ্নেয়গিরি, সামুদ্রিক স্রোতের তারতম্য, ক্রমাগমন ইত্যাদি।

মনুষ্য সৃষ্ট কারণ ঃ যেমনঃ গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা, বনাঞ্চল ধ্বংস, ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন ইত্যাদি।

১১.৩ চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারন্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ

১১.৩.১ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

- ধারনা করা হয় যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৪৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের ১০-১৫% ভূমি পণ্ঢাবিত হবে। যার ফলে উপকূলীয় এলাকায় জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে, কৃষি, বসতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ড় হবে।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১মিটার বৃদ্ধি পেলে এই অঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ব্যহত হবে, পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে কৃষি ও মৎস সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে জলোচ্ছাস্জনিত ক্ষতির ব্যাপ্তি ও পরিমান হবে আরও ভয়াবহ যা জাতীয় দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে।
- দরিদ্র, ভূমিহীন জনগন যাদের বসতবাড়ি করার মত জায়গা নেই তারা বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

১১.৩.২ অতি বৃষ্টিপাত

জলবায়ু পরিবর্তত হলে দেশব্যাপী বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত অতিমাত্রায় বাড়বে। এতে বর্ষায় নদী-নালাতে পানিপ্রবাহ বাড়বে, বাড়াবে বন্যার প্রকোপ। অধিক বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা ও মৌসুমী বন্যার পরিমান বৃদ্ধির কারণে আউস বা আমন চাষের এলাকা কমে যাবে এবং ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হবে।

১১.৩.৩ নদীর ক্ষীণ প্রবাহ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুকনো মৌসুমে দেশের প্রধান প্রধান নদীর বিশেষ করে দক্ষিন অঞ্চলের নদীর প্রবাহ আরো হ্রাস পাবে। নদীর ক্ষীণ প্রবাহের কারণে সামুদ্রিক লোনা পানি দেশের অভ্যন্ড়রে প্রবেশ করে নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। নদী পথে নাব্যতা সংকটের কারণে অনেক এলাকার নৌপথ শুষ্ক মৌসুমে চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

১১.৩.৪ আকষ্মিক বন্যা

দেশের দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলের ১,৮০০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা এ ধরনের আকস্মিক বন্যার শিকার। পাহাড়ী এলাকার বৃষ্টিপাতের বাৎসরিক পরিসংখ্যান ও নদীর পানি প্রবাহের ধরন থেকে দেখা গেছে যে, প্রতি ২-৩ বছর পর পর বাংলাদেশে বিশেষ করে দক্ষিন- পূর্বাঞ্চলে এরকম আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়।

১১.৩.৫ খরার প্রকোপ

কোন এলাকায় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশী হলে সেখানে খরা দেখা দেয়। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে এবং স্থানীক বিচারে বৃষ্টিপাত সমভাবে বন্টিত না হলে খরা দেখা দেয়। কোন অঞ্চলের মাটিতে আর্দ্রতার অভাবে দেখা দেয় খরা; এতে ফসল হানি ঘটে এবং উদ্ভিদাদি জন্মাতে পারে না।

১১.৩.৬ ঝড় ঝঞ্ঝা

উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে ঝড়ের উদ্ভব হয়। পানির উত্তাপ বৃদ্ধিই ঘূর্ণিঝড়ের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশ প্রতি বছর মে-জুন এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয়। ঘূর্ণি ঝড়ের ফলে দক্ষিন-পূর্বে জেলা সমূহ সহ চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারন্যে বৃক্ষসমূহ ঝড় ঝঞ্ঝার কারনে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

১১.৩.৭ নদীতীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন

বিগত ২০ বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে, দক্ষিন-পূর্ব অঞ্চলে ভূমি ক্ষয় ও নদী ভাঙ্গন বেড়েছে। এতে বৃহত্তর নদীগুলো মারাত্মক ভাঙ্গনের করলে পতিত হয়েছে। অপরদিকে নতুন ভূমি গঠন হলেও বালিয়ারীর কারনে এখনও ভালোভাবে চাষাবাদ করা যাচ্ছে না।

১১.৪ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারন্যে জন্য করণীয় অভিযোজন সমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি ও দূর্যোগ হ্রাসের নিমিত্ত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারন্য সহ এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জন্য নিম্নবর্নিত অভিযোজন গ্রহন করা যেতে পারে:

১১.৪.১ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি/ঝড় ঝঞ্ঝা/আকস্মিক বন্যা/অতি বৃষ্টিপাত/নদীর ক্ষীন প্রবাহ জনিত ঝুঁকির অভিযোজন

- কম সময়ে পাকে এমন ধানের জাত উদ্ভাবন করে তার চাষ করা
- এলাকায় বাড়ীঘর, রাস্ড়াঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো অকাল বন্যা ও ঝড় সহিষ্ণু করে তৈরী করা
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ড় নীতিমালায় পরিবর্তন আনা এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসতি স্থাপনে নির ুৎসাহিত করা
- কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে উন্নত পরিবর্তন আনা, দুর্যোগ সময়ের আগেই কাটা যায় এমন ফসলের চাষ করা
- ভাসমান সবজী বাগান এবং উঁচু পিট পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে এলাকায় বর্ষা মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা
- প্রয়োজনীয় সংখ্যায় এলাকা ভিত্তিক গুদাম ও কোল্ড স্টোরেজ তৈরী করে মৌসুমে উৎপাদিত খাদ্যের মজুদ ও সংরক্ষণ করা, যাতে আপদকালীন সময়ে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়।
- দীর্ঘ শিকড় হয় এমন গাছ লাগানো
- নদীর নব্যতা রক্ষার্থে নিয়মিত ড্রেজিং করা

১১.৪.২ পানির ঝুঁকির অভিযোজন

- শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকটের কারণে ফসল ও মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে হাজা মজা পুকুর পুণঃ খননের ব্যবস্থা করে মৎস্য চাষ করা।
- বিশুদ্ধ পানির অভাবে নানাবিধ পানি বাহিত রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ড়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে খাবার পানি হিসেবে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কৌশল ও ব্যবস্থা করা এবং সুপেয় পানির প্রাপ্যতার জন্য কমিউনিটি পুকুর খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

- ভূ-উপরিভাগের পানি পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কাজ করা সহ পর্যাপ্ত সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।
- ভু-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার হ্রাস করে চক্রাকারে (Recycle) পানি শোধন করে ব্যবহার করা সহ নদী খালের পানি বিশুদ্ধ রাখা এবং পয়ঃ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা।

১১.৪.৩ স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন

- প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে জলবায়ুর প্রকোপ দেখা দেয় এবং এতে শিশুরাই অধিক হারে আক্রান্ড় হয়। শিশুদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানো সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্ড়র্ভূক্ত করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্যের উপর কি ধরনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে তার উপর গবেষণা পরিচালনা করা এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসুচি গ্রহণ করা।

১১.৪.৪ উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজন

- এলাকা ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অবস্থার উপর গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী জোনিং করে সে মতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। যেমন: নদী ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাবে এমন অঞ্চল, খরাক্রান্ড় বা বন্যা কবলিত হবে এমন অঞ্চল, ইত্যাদি।
- কৃষি খাতের উন্নয়নে ক্ষতি এড়ানোর জন্য কম সময়ে পাকে এমন ফসলের জাত এবং বন্যার ঝুঁকি এড়ানো যায় এরকম চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করা।
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংশিণ্টষ্ট সকল সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের জলবায়ু পরিবর্তন, এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানোর উপায়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ড় ঝুঁকি মোকাবেলার পরিকল্পনা রাখা এবং এ সংক্রান্ড় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা।

১১.৪.৫ খরা ঝুঁকির অভিযোজন

- খরা বৃদ্ধির ফলে ফসল হানি ঘটছে, দেখা দিচ্ছে খাদ্যাভাব। অনাহারে-অর্ধাহারে ও অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতা দেখা যাচ্ছে ব্যপকহারে।
- অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে অনেক জলাভূমি শুকিয়ে যাবে। ফলে জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের যোগান (মাছ, শাক-সবজি) কমে যাবে বা ক্ষতিগ্রস্ড় হবে। এতে খাদ্যের অভাবসহ মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে এবং দরিদ্র জনগণের খাদ্য ঝুঁকি বাড়বে।

১১.৫ অভিযোজনের সম্ভাব্য উপায়সমূহ

- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাম-ভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় দল গঠন
- দুর্যোগ পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ সহ দুর্যোগ পূর্ববর্তী প্রস্তুতি গ্রহণ
- গ্রাম ভিত্তিক তথ্যকেন্দ্র স্থাপন সহ গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন
- কমিউনিটি ভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং সময়মত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্ড়র
- বেড়ীবাঁধ/বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ নির্মাণ/এলাকাভিত্তিক গবাদি পশুর আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
- বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন

- খাদ্যাভাস পরিবর্তন সহ বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা গ্রহণ
- বন্যা সহিষ্ণু নলকূপ স্থাপন/ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষন/নতুন পুকুর খনন/পূনঃখনন, ইত্যাদি
- খরা/জলাবদ্ধতা/লবনাক্ত সহিষ্ণু ফসলের চাষ
- কমিউনিটি ভিত্তিক বীজ ভান্ডার তৈরি/ ভাসমান সবজি চাষ/বনায়ন/উন্নত চুলার ব্যবহার/ খাঁচায় মাছ চাষ, ইত্যাদি।

১১.৬ স্থানীয় জনগন কর্তক সনাক্তকৃত চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারন্যে এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি এবং অভিযোজন পরিকল্পনা

বর্তমান ব্যবস্থাপনা (Management Situation) / অবস্থা

১. সিএমও এর নাম ঃ **জলদী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি**

২. রক্ষিত এলাকার নাম ঃ **চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য**

৩. অবস্থান (গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা) ঃ

সিএমও	গ্রাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা
জলদী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	বড়ুয়াপাড়া	জলদী পৌরসভা	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	দত্তপাড়া	জলদী পৌরসভা	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	ছুম্মাপাড়া	জলদী পৌরসভা	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	দুয়ারীপাড়া	জলদী পৌরসভা	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	ভিলেজারপাড়া	জলদী পৌরসভা	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	আদর্শ গ্রাম	শীলকূপ	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	বদলা পাড়া	শীলকূপ	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	নোয়াপাড়া	শীলকূপ	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	মাতব্বরপাড়া	শীলকূপ	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	বড়ুয়াপাড়া	শীলকূপ	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	জঙ্গল চাম্বল	চাম্বল	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	খলিফাপাড়া	চাম্বল	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	হাইদরীমুরা	চাম্বল	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	চাম্বল ভিলেজার	চাম্বল	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	উঃ পূর্ব চাম্বল	চাম্বল	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	শামশিয়াঘোনা	পুঁইছড়ি	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	ভিলেজার পাড়া	পুঁইছড়ি	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	ঐীরপাড়া	পুঁইছড়ি	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	হিন্দুপাড়া	পুঁইছড়ি	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	পূর্ব ছালিয়াপাড়া	পুঁইছড়ি	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	হাটেরছড়া	পুঁইছড়ি	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	নোয়াপাড়া	পুঁইছড়ি	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	ঝুমপাড়া	পুঁইছড়ি	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	অফিসটিলা	পুঁইছড়ি	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	শিয়াপাড়া	পুঁইছড়ি	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম
ঐ	মাইজপাড়া	পুঁইছড়ি	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম

৪. জনসংখ্যা ঃ ২৬,১৭২ জন পুর ুষ ঃ ১৩,৫৪১ জন নারী ঃ ১২,৬৩১ জন

৫. শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর শতকরা হার ঃ ২৭.০০%

৬. ভূপ্রকৃতি ঃ পাহাড়ী ও সমতল ভূমি

৭. অবকাঠামো (পাকা সড়ক, কাঁচা সড়ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেড়ীবাঁধ, আশ্রয় কেন্দ্র, হাট / বাজার ইত্যাদি) ঃ

নাম	বিবরণ	ম ড়ব্য

পাকা সড়ক	২৫ কিঃ মিঃ	
কাঁচা সড়ক	৩০ কিঃমিঃ	
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৫ টি	
বেড়ীবাঁধ	০০ কিঃমি ঃ	
আশ্রয় কেন্দ্র	৪টি	প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম আশ্রয় কেন্দ্র
হাট / বাজার	১০ টি	

৮. নদ-নদী ঃ খাল ঃ প্রধান ছড়া ৪টি

প্রধান খাল	অবস্থান	আয়তন
পুঁইছড়ি ছড়া,নাপোড়া ছড়া,চাম্বল ছড়া ও শীলকূপ ছড়া	চুনতি রেঞ্জ এলাকার ভিতর থেকে জলদী রেঞ্জ -র পুইঁছড়ি এলাকা ছড়ায়ে বাঁশখালী সমুদ্র চ্যানেল এ পড়েছে। চাম্বল, নাপোড়া ও শীলকূপ ছড়াটি চুনতি রেঞ্জ এলাকার ভিতর থেকে চাম্বল,নাপোড়া ও শীলকুপ এলাকা ছড়িয়ে পশ্চিমে নদীর সাথে মিশেছে।	কর্ম এলাকায় দৈঘ্য প্রায় ১০ কি.মি

৯. বিল / জলাশয় / হাওড় / বিল (সংখ্যা / এলাকার পরিমাণ) ঃ প্রযোজ্য নহে

১০. বনাঞ্চল (বনের ধরন, প্রধান প্রজাতি ও পরিমাণ) ঃ মিশ্র চিরহরিৎ , জলদী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ৪২৩৭ (হেক্টর), প্রধান প্রজাতিঃ সেগুন, চাপালিশ, ডুমুর, বহেড়া, অর্ৎুন, ডেউয়া, নর ‍ুই, বাশ, বেত, কদম, চাতিম, কাঠাল, বন্য আম, জাম, জামর ‍ুল ইত্যাদি।

১১. কৃষি জমি ও উৎপাদিত ফসল ঃ ৪৩০ হেক্টর, ধান, আলু, বেগুন, লাউ, কুমড়া, শশা, সীম, কাকরল, তিতকরল,মরিচ,চিচিংগা, ইত্যাদি

১২. প্রাকৃতিক দূর্যোগ (দূর্যোগের ধরন, সময়কাল ও ক্ষয়ক্ষতি) ঃ

ছক-১ প্রাকৃতিক দুর্যোগের তথ্যাবলী

দুর্যোগ	দুর্যোগের তীব্রতা (খুব বেশী, বেশী, মধ্যম ও কম)	সময়কাল	কয়টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে	প্রাসঙ্গিক তথ্য
খরা	বেশী	চৈত্র - বৈশাখ, ২০০৯	১৪৬০	
বন্যা	বেশী	আষাঢ়-শ্রাবন ২০০৭-২০০৯	১১১০	
ঘুর্নিঝড়	খুব বেশী	২৯শে এপ্রিল / বৈশাখ-১৯৯১ - জৈষ্ঠ্য- ১৯৯৭	১০৫০	
লবনাক্ততা	বেশী	চৈত্র-বৈশাখ (প্রতি বছর)	১৫৬০	

ছক -২ দুর্যোগের মাত্রা নির্ধারণ

দুর্যোগের ধরন	সংকটপূর্ণ	খুব গুরুতর	গুরুতর	গুরুতর নয়	আদৌ কোন ঝুকি নেই
খরা		✓			
ঘুর্নিঝড়			✓		
বন্যা		✓			
লবনাক্ততা		✓			

ছক -৩ দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্তখাত নির্ধারন

দুর্যোগের ধরন	কৃষি	মৎস্য	পশুসম্পদ	যোগাযোগ অবকাঠামো (রাস্তা/ ঘাট, ব্রীজ/ কালভার্ট)	অবকাঠামো (বাড়ী/ ঘর/ প্রতিষ্ঠান)	স্বাস্থ্য	শিক্ষা (স্কুল/কলেজ)	জীবিকা	অন্যান্য
খরা	✓	✓	✓			✓		✓	
ঘুর্নিঝড়	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
বন্যা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
লবনাক্ততা	✓	✓	✓			✓		✓	

ছকঃ ৪ অভিযোজনের উপায় বিশেণ্টষণ

দুর্যোগ/ বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায়	এ ধরনের কাজ করা হয় কিনা	কেন করা হয় না	না করলে কি করতে হবে
খরা	পুকুর খনন করার ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ব্যক্তি উদ্যোগ, ইউনিয়ন পরিষদ এর সাথে যোগাযোগ করা
	গভীর নলক্কপ স্থাপন করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী বিভাগের সাথে সমন্বয় করা
	সচেতনতা বৃদ্ধি করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	প্রশিক্ষণ উপকরণ, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, বেসরকারী সংস্থা, ইউপি এর সাথে যোগাযোগ করা
	উন্নত সেচ সুবিধা ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব এবং যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ব্যক্তি উদ্যোগ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ এর সাথে যোগাযোগ করা
	বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, স্থানীয় সরকার, উপজেলা কৃষিবিভাগ, সমবায় এবং যুব উন্নয়ন বিভাগ এবং বেসরকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা
	খাল পূনঃখননের ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, পানিউন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সাখে যোগা যোগ করা
ঘুর্নিঝড়	আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ত্রাণ ও পূর্ণবাসন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা
	সচেতন করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	প্রশিক্ষণ উপকরণ, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, বেসরকারী সংস্থা, ইউপি এর সাথে যোগাযোগ করা
	বসতবাড়ী মজবুতকরণ	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	সচেতনতা বৃদ্দি এবং ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগ বাড়ানো প্রয়োজন
	প্যারাবন সৃষ্টি বরা	না	সচেতনতার অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	সচেতনতা বৃদ্দি এবং সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ বাড়ানো
	বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগ, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ এর সাথে যোগাযোগ করা আইপ্যাক প্রকল্প, আশা, প্রশিকা, গ্রামীণব্যাংক, ব্রাক,কোষ্ট ট্রাষ্ট, দিগন্ত,এর সাথে যোগাযোগ করা
বন্যা	নাপোড়া ছড়া খনন করা ও পাড় মেরামত	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, পানিউন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সাখে যোগাযোগ করা
	জনসচেতনতা সৃষ্টি	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	প্রশিক্ষণ উপকরণ, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, বেসরকারী সংস্থা, ইউপি এর সাথে যোগাযোগ করা

দুর্যোগ/ বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায়	এ ধরনের কাজ করা হয় কিনা	কেন করা হয় না	না করলে কি করতে হবে
	আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ত্রাণ ও পূর্ণবাসন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা
	বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগ, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ এর সাথে যোগাযোগ করা আইপ্যাক প্রকল্প, আশা, প্রশিকা, গ্রামীণব্যাংক, ব্রাক,কোষ্ট ট্রাষ্ট, দিগন্ত,এর সাথে যোগাযোগ করা
	ইকোপার্ক সংলগ্ন শীলকূপ ছড়া র বাঁধসহ সংস্কারর এর ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ত্রাণ ও পূর্ণবাসন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, পানিউন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সাখে যোগা যোগ করা
লবনাক্ততা	লবনাক্ততা সহিষ্ণু ফসল আবাদ করা	না	দক্ষতার অভাব ও সচেতনতার অভাব	গ্রাম পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ,উপজেলা কৃষি বিভাগের সাথে যোগাযোগ।
	স্লুইস গেইট নির্মান	না	পরিকল্পনা ও তহবিলের অভাব এবং যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, পানিউন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সাখে যোগাযোগ করা
	বেড়ীবাধ নির্মানএবং সংস্কার	না	পরিকল্পনা ও তহবিলের অভাব এবং যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, পানিউন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সাখে যোগাযোগ করা

ছকঃ ৫ সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনার

এলাকার নাম	বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায় সমূহ		প্রয়োজনীয় সম্পদ	মূল্য নির্ধারণ	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	মন্ড্ব্য
		স্বল্প মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী				
চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	**খরা**	পুকুর খনন করার ব্যবস্থা করা-১০		শ্রম ,অথ ও লোকবল	৫ লক্ষ	পাউবো, স্থানীয় সরকার, এনজিও , দাতা সংস্থা	
			সচেতন করা	সভা, র‌্যালি,সেমিনার	২ লক্ষ	সরকারী বেসরকারী এবং দাতা সংস্থা	
			গভীর নলক্বপ স্থাপন ১০ টি	অর্থ, লোকবল	১০ লক্ষ	স্থানীয় সরকার, ডি পি এইচ ই, এনজিও	
			খাল পূনঃ খননসহ সংস্কার -৩টি	অর্থ, লোকবল	১০ লক্ষ	পাউবো, স্থানীয় সরকার, এনজিও , দাতা সংস্থা	১০ কি. মি. (আনুমানিক)
		বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা		অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	৫০ লক্ষ	সরকারী বেসরকারী এবং দাতা সংস্থা	

	ঘুর্নিঝড়		আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান-৪টি	অর্থ, লোকবল	২০০ লক্ষ	সরকার ও বেসরকারী সংস্থা	
			সচেতন করা ১০টি	সভা, র‌্যালি,সেমিনার	২ লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
		বসতবাড়ী মজবুতকরণ		অর্থ, উপকরণ	০	স্ব উদ্যোগ	
		বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা		অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	৫০ লক্ষ	সরকারী বেসরকারী এবং দাতা সংস্থা	
	বন্যা		নাপোড়া ও ইকোপার্ক ছড়ার খননসহ সংস্কার ৭ কিঃ মিঃ	অর্থ, লোকবল	১০০ লক্ষ	সরকার ও বেসরকারী সংস্থা	
			জনসচেতনতা সৃষ্টি ৫টি	অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	৫ লক্ষ	সরকারী বেসরকারী এবং দাতা সংস্থা	
		বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা - ১৫০০		অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	৫০ লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
			চাম্বল ও ইকোপার্ক ছড়ার খননসহ সংস্কার ৩কিঃ মিঃ	অর্থ, লোকবল	২০ লক্ষ	সরকার ও বেসরকারী সংস্থা	
	লবনাক্ততা	লবনাক্ততা সহিষ্ণু ফসল আবাদ করা	দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষন এর ব্যবস্থা	অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	১০ লক্ষ	সরকারী বেসরকারী এবং দাতা সংস্থা	
			বেড়ীবাধ নির্মানএবং সংস্কার ৭ কি:মি:	শ্রম ,অথ ও লোকবল	৫০ লক্ষ	পাউবো, স্থানীয় সরকার, এনজিও , দাতা সংস্থা	
			স্লুইস গেইট নির্মান	শ্রম ,অথ ও লোকবল	২০ লক্ষ	পাউবো, স্থানীয় সরকার, এনজিও , দাতা সংস্থা	

ছক ৬ ঃ গোষ্ঠীভিত্তিক অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের মনিটরিং

কার্যক্রম	সূচক	অর্জিত সাফল্য (সংখ্যা/ পরিমাণ				মোট	মন্ড়ব্য
		১ম কোর্য়াটার	২য় কোর্য়াটার	৩য় কোর্য়াটার	৪র্থ কোর্য়াটার		
পুকুর খনন করার ব্যবস্থা করা	১০ টি	২	৩	৩	২	১০	
খাল পূনঃখনন করা	৫টি (১০ কি. মি.)	১ (২ কি. মি.)	১ (৩ কি. মি.)	১ (৩ কি. মি.)	২ (২কি;মি.)	৫ (১০ কি.মি.)	
সচেতন করা	১৫ টি সভা	৩	৩	৪	৪	১৫ টি সভা	
গভীর নলক্সপ স্থাপন	১০ টি	২	৩	৩	২	১০টি	
বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	৩০০০ পরিবার	১০০০	৮০০	৬০০	৬০০	৩০০০	
আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	৪টি	১	১	১	১	৪টি	
বসতবাড়ী মজবুতকরণ/ উচুকরণ	২৫০০ টি	৫০০	৫০০	৮০০	৭০০	২৫০০টি	
পুঁইছড়ি ছড়ার সংস্কার ও পাড় মেরামত ৩ কিঃ মিঃ	৩ কিঃ মিঃ	১	১	১	০	৩	
ইকোপার্ক ও চাম্বল ছড়ার খনন, বাঁধসংস্কারসহ ব্যবস্থা করা-৪ কিঃ মিঃ	৪ কিঃ মিঃ	১	১	২	০	৪	
লবনাক্ততা সহিষ্ণু ফসল আবাদ করা	২৫০০ পরিবার	৫০০	৫০০	৮০০	৭০০	২৫০০	
স্লুইস গেইট/বেড়িবাঁধ নির্মাণ	৫টি	১	২	১	১	৫	

পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (সম্ভাব্য)
জলদী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি, চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
(জুলাই' ২০১০ - জুন' ২০১৫)

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	মন্তব্য
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	*০*	*আবাসস্থল সংরক্ষণ কার্যক্রম*								
১	১	সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ সভা	সংখ্যা	১১	৩০	**৩৩০**	√	-	√	
১	২	সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা	সংখ্যা	৬০	৫	**৩০০**	√	-	√	
১	৩	যৌথ পেট্রলিং দলের মাসিক সভা (৫ টি দল, সদস্য সংখ্যা ১০৫)	সংখ্যা	৩০০	২	**৬০০**	√	-	√	
১	৪	গ্রাম সংরক্ষণ দলের সভা (২৬ টি)	সংখ্যা	১৫৬০	.৫	**৭৮০**	√	-	√	
১	৫	পিপলস ফোরামের ত্রৈমাসিক সভা (সদস্য সংখ্যা ৫২)	সংখ্যা	২০	১৭	**৩৪০**	√	-	√	
১	৬	বন সংরক্ষণ ক্লাবের সাথে সভা (দুই মাসে একবার) (২ টি)	সংখ্যা	৬০	১	**৬০**	√	-	√	
১	৭	যৌথ পেট্রলিং দলের পেট্রলিং উপকরণ সহায়তা (ছাতা, লাঠি, বাঁশী ১০৫ জনকে ২বার) (পোষাক, জঙ্গল বুট, টচ লাইট ১০৫ জনকে ১বার)	সংখ্যা	২১০	৩	**৬৩০**	√	-	√	
১	৮	পেট্রোলিং দলের সদস্য আহত হলে চিকিৎসা ব্যয়	সাকুল্যে	০	-	১২০	√	-	√	
১	৯	বন টহল দলের সদস্যদের আপদকালীন সহায়তা	সাকুল্যে	০	-	১২০	√	-	√	
১	১০	বন্যপ্রাণী আহত হলে চিকিৎসা ব্যয়	সাকুল্যে	০	-	১৫০	√	√	√	
১	১১	বন সম্পর্কিত দ্বন্দ নিরসন সভা (প্রয়োজন হলে)	সাকুল্যে	০	-	৫০	√	-	√	
১ এর মোট						**৩,৪৮০.০০**				
২	*০*	***সচেতনতামূলক সভা ও সমাবেশ/কার্যক্রম ঃ***								

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	১	সিএমসি'র সাথে স্থানীয় সুশীল সমাজের মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	১০	১০	১০০	√	-	√	
২	২	বন থেকে অবৈধ বৃক্ষ নিধন, কাঠ চুরি, বন ভূমি দখল, বনে আগুন দেয়া ও বনকে অবৈধ চারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার বন্ধে গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা (বিট ৪ টি)	সংখ্যা	২০	৩	৬০	√	-	√	
২	৩	সংরক্ষণ কার্যক্রমের জন্য পুরস্কার/প্রেষণা: ১) বন বিভাগ, সিএমসি সদস্য, যৌথ পেট্রলিং দলের সদস্য, বাফার বাগানের উপকারভোগী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য	সংখ্যা	২৫	৫	১২৫	√	√	√	
২	৪	বাফার বাগান উপকারীভোগীদের দায়-দায়ীত্ব বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা (৪ টি বিট)	সংখ্যা	৪০	১	৪০	√	-	√	
২	৫	স্থানীয় জনগণ/কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	৮	১	৮	√	-	√	
২	৬	বাস-জীপ-ট্রাক টেম্পু-টমটম ড্রাইভার/মালিকদের সাথে বন থেকে অবৈধভাবে লাকড়ি ও গাছ/কাঠ পরিবনহন বন্ধে মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	৮	৫	৪০	√	-	√	
২	৭	উন্নত চুলা (বন্ধু চুলা) সম্পসারণ/ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা	সংখ্যা	৮	৩	২৪	√	-	√	
২	৮	পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতামুলক সভা	সংখ্যা	৮	৫	৪০	√	-	√	
২	৯	পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক গণ নাটক,গণ সঙ্গীত পরিবেশণা	সংখ্যা	১২	১২	১৪৪	√		√	
২	১০	বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা/ঈমামদের সাথে সচেতনতামূলক কর্মসূচী/সভা	সংখ্যা	৮	৪	৩২	√		√	
২	১১	পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্যোগী বেসরকারী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ	সাকুল্যে	০	-	২০	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	১২	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কার্যক্রম টেকসইকরণ (বন্ধু চুলা) বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্ড়্তবনা তৈরী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্ড়্বায়ন	সংখ্যা	০	-	১৫	√	-	√	
২ এর মোট						৬৪৮.০০				
৩	০	*বিভিন্ন দিবস উদযাপন ঃ*								
৩	১	জাতীয় দিবস	সংখ্যা	১৫	৫	৭৫	√		√	
৩	২	পরিবেশ দিবস	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩	৩	সহ-ব্যবস্থাপনা দিবস পালন	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩	৪	ধরিত্রী দিবস উদযাপন	সংখ্যা	৫	২	২৫	√		√	
৩	৫	পানি দিবস	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩ এর মোট						১৭৫.০০				
৪	*০*	*মূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম*								
৪	১	ফলের বাগান সৃজন	হেক্টর	৩০০	৩০	৯০০০		√		
৪	২	ঘাস বাগান সৃজন	হেক্টর	৪০	১০	৪০০		√		
৪	৩	পশু খাদ্যের বাগান সৃজন	হেক্টর	৪০	১৫	৬০০		√		
৪	৪	ক্লিনিং ,কপিচ ব্যবস্থাপনা, মোথা কাটিং, গ্রেডিং, গত বছরের বাফার বাগান ব্যবস্থাপনা	হেক্টর	৩৪০	৫	১৭০০		√		
৪	৫	আগুন নির্বাপণি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়/ব্যবস্থাপনা	সাকুল্যে			১০০		√		
৪	৬	বন্যপ্রাণী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠির জন্য জলাধার সংস্কার/ছড়া	সংখ্যা	৩০	১০০	৩০০০	√	-	√	
৪	৭	কোর এলাকায় প্রবাহিত ছড়ার দু'পাড়ে বনায়ন	কি. মি.	৪	২০০	৮০০	√	-	√	
৪	৮	বন্যপ্রাণীর জন্য জলাধার সৃষ্টি	সাকুল্যে			২০০	√	√	√	
৪ এর						৩১,১০০.০০				

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মোট										
৫	০	*ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল ব্যবস্থাপনা*								
৫	১	বাগান ও প্রাকৃতিক বন ব্যবস্থাপনা ২০১০-২০১১ সালের বাফার বাগান উত্তোলণ	হেক্টর							
৫	২	চট্টগ্রাম-বাঁশখালী সড়ক হতে শিলকুপ ইকোপার্ক পর্যন্ত রাস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	কি:মি:	২.৫	২০০০	৫০০০০	√	√	√	
৫	৩	উলেখিত রাস্ড্র মেরামত (২য় বছর)	কি:মি:	২.৫	১০০	২৫০	√	√	√	
৫	৪	নাপোড়া বিটেন রাস্থা উন্নয়ন	কি:মি:	.৫	২০০০	১০০০	√	√	√	
৫	৫	উলেখিত রাস্ড্র মেরামত (২য় বছর)	কি:মি:	.৫	১০০	৫০	√	√	√	
৫	৬	ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় কালভার্ট/ ব্রীজ নির্মাণ	সংখ্যা	১০	১০০	১০০০	√	√	√	
৫	৭	ইকো-কটেজ স্থাপন	সংখ্যা	১	৫০	৫০০	√	-	√	
৫	৮	টুরিষ্ট স্প তৈরী	সংখ্যা	২	৩০	৬০	√	√	√	
৫	৯	ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় নলকুপ স্থাপন	সংখ্যা	৫	৫০	২৫০	√	√	√	
৫	১০	উন্নত চুলা স্থাপন	সংখ্যা	৫০০	১.৫	৭৫০	√	√	√	
৫ এর মোট						৫৩,৮৬০.০০				
৬	০	*জীবিকায়ন কর্মসূচী সুনির্দিষ্টকরণ*								
৬	১	বন টহল দলের সদস্যদের জন্য গর‍ু মোটাতাজাকরণ/ বিকল্প কর্ম সংস্থান	সংখ্যা							
৬	২	মাছ চাষ		১০০	৮	৮০০	√	-	√	
৬	৩	কৃষি		১০০	৩	৩০০	√	-	√	
৬	৪	বসতভীটায় সবজি চাষ		৫০০	১	৫০০	√	-	√	
৬	৫	বাটিক-বুটিক/সেলাই /তাঁত প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহযোগিতা		৫০	৫	২৫০০	√	-	√	

ক্রমঃ		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	মন্তব্য
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬	৬	বাঁশ বেতের কাজ		৩৫০	৩	১০৫০	√	-	√	
৬	৭	নার্সারী স্থাপন		২০	১০	২০০	√	-	√	
৬	৮	হাঁস-মুরগী পালন		৭০	১০	৭০০	√	-	√	
৬	৯	বাঁশের নার্সারী স্থাপন		৫০	৫	২৫০	√	-	√	
৬ এর মোট						৬,৩০০.০০				
৭	০	*সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন কার্যক্রম*								
৭	১	রেঞ্জ কর্মকর্তার অফিসের সাথে যোগাযোগের জন্য চারটি মোবাইল	সাকুল্যে	৪	৫	২০				
৭	২	টহল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন (পিকআপ)ক্রয়	সংখ্যা	১	১,৫০০	১,৫০০	√	√	-	
৭	৩	টহল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেড নির্মাণ	সংখ্যা	৮	২০	১৬০	√	√	√	
৭	৪	ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয়	সংখ্যা	১	১০	১০	√	-	√	
৭	৫	ইন্টারনেট মডেম ক্রয়	সংখ্যা	১	৩	৩	√	√	-	
৭	৬	অফিস সরঞ্জাম	সাকুল্যে	০	-	১০০	-	√	-	
৭ এর মোট						১,৭৯৩.০০				
৮	০	*দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম*								
৮	১	নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার স্থাপন	সংখ্যা	১	১০০০০	১০০০০				
৮	২	তথ্যকেন্দ্র সংস্কার/উন্নয়ন	সংখ্যা							
৮	৩	প্রধান গেইট সংলগ্ন টিকিট কাউন্টার নির্মাণ	সংখ্যা							
৮	৪	ইকোপার্কের বেড়ীবাঁধ সংস্কার	সংখ্যা	১	২০০০	২০০০				

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮	৫	পার্কের ভিতরে বিধিনিষেধ সম্বলিত সাইন বোর্ড	সংখ্যা	১০	৫	৫০	√	-	√	
৮	৬	ট্রেইলে দিক নির্দেশক স্থাপন	সংখ্যা	২	০.৫	১০	√	-	√	
৮	৭	পুরাতন সাইনবোর্ড সংস্কার ও রং করা	সংখ্যা	৫	২	১০	√		√	
৮	৮	নেচার ট্রেইল এ প্রাকৃতিক ছড়ার উপর কাঠের ব্রীজ সংস্কার ও নির্মাণ	সংখ্যা	১০	২৫	২৫০	√	-	√	
৮	৯									
৮	১০	ন্যাচার ট্রেইল সংস্কার/উন্নয়ন (৫বছরে ২বার)	সংখ্যা	৫	৪০	২০০	√	-	√	
৮	১১	নতুন পিকনিক স্পট নির্মাণ	সংখ্যা	১	১০০	১০০	√	-	√	
৮	১২	ইকো-গাইডদের জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	সাকুল্যে	১২	২০	২৪০	√	-	-	
৮	১৩	ট্রেইলে পরিবেশ বান্ধব গোলঘর স্থাপন	সংখ্যা	৬	২০	১২০	√	-	√	
৮	১৪	প্রয়োজনীয় ট্র্যাশ ক্যান স্থাপন	সংখ্যা	২০	১	২০	√	-	√	
৮	১৫	স্টুডেন্ট ডরমেটরি চালু করণ	সাকুল্যে							
৮	১৬	পর্যটকদের জন্য ওয়াচ টাওয়ার তৈরী	সংখ্যা	৩	৫০০	১৫০০	√	-	√	
৮	১৭	স্টুডেন্ট ডরমেটরি পাশে লেক তৈরী	সংখ্যা							
৮	১৮	বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি স্থাপন	সংখ্যা	১০	১০০	১০০০	√	-	√	
৮	১৯	প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রতিটি কার্যক্রম প্রচার	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	-	√	
৮	১৯	পার্কিং স্থান সম্প্রসারণ	সংখ্যা	১	৫০	৫০	-	-	-	
৮	২০	হাইকিং ট্রেইলে বসার বেঞ্চ তৈরী	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√	-	√	
৮	২১	উদ্যানে পিকনিক স্পট, মসজিদ ও টুরিস্ট সপে পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপ	সাকুল্যে	১	৫০	৫০	√	-	-	
৮	২২	শিশুদের পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা উপকরণসহ/চিত্ত বিনোদনের জন্য শিশু কর্ণার তৈরী	সংখ্যা	১	৫০০	৫০০	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	মন্তব্য
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮	২৩	টয়লেট তৈরী	সংখ্যা	৮	২০	১৮০	√		√	
৮	২৪	প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও বেতন প্রদান (৫ বছর) প্রতি মাসে ৫ জন	সংখ্যা	২৫	৫	১২৫	√	-	√	
৮	২৫	যাতায়াত ভাতা	সাকুল্যে	০	-	১০০				
৮ এর মোট						১৬,৫৫৫.০০				
৯	০	***গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম***								
৯	১	জীব ও গাছের ইনভেন্টরী ও গাছের গায়ে নামাংকৃত পেইট স্থাপন	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	√	-	
৯	২	সি এম সি ও বন কর্মকর্তাদের ক্রস ভিজিট	সাকুল্যে	০	-	২০০	√	√	√	
৯	৩	জীববৈচিত্র্যের স্বাস্থ্য পরিবীক্ষণ	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	√	-	
৯	৪	আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবীক্ষণ	সাকুল্যে	০	-	১০০	√			
৯	৫	বিদেশে শিক্ষা সফর (ফরেস্ট রেঞ্জার, ফরেষ্টার ও সিএমসি সদস্য)	সাকুল্যে	০	-	৫০০	√	-	-	
৯	৬	প্রশিক্ষণ (বাংলাদেশে)- এসিএফ, ফরেস্ট রেঞ্জার, ডেপুটি ফরেস্ট রেঞ্জার, ফরেস্টার, ফরেস্ট গার্ড, সিএমসি সদস্য, এনজিও স্টাফ	সংখ্যা	২	৫০	১০০	√	√	-	
৯	৭	প্রশিক্ষণ (বাংলাদেশে)- গ্রাম সংরক্ষণ দল/ পরিষদ/কমিটি	সংখ্যা	৪	২৫	১০০	√	-	-	
৯	৮	শিক্ষা সফর-গ্রাম সংরক্ষণ দল, পিপলস ফোরাম, সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (দেশে)	সংখ্যা	২	৫০	১০০	√	-	-	
৯ এর						১,৩০০.০০				

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মোট										
১০	০	*বিবিধ/ক্রয়*								
১০	১	ষ্টেশনারী ক্রয় (কাগজ, ফাইলপত্র, অন্যান্য)	সাকুল্যে	০	-	২০	-	-	√	
১০	২	সি.এম.সি-র হিসাব অডিটিং	সংখ্যা	৩	১৫	৪৫	-	-	√	
১০	৩	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি মেরামত ও ক্রয়	সাকুল্যে	০	-	১৫	-	-	√	
১০	৪	আপ্যায়ন	সাকুল্যে	০	-	২০				
১০	৫	ফাইল ক্যাবিনেট ক্রয়	সংখ্যা	১	১০	১০	-	-	√	
১০ এর মোট						১১০.০০				
সর্বমোট						**১১৫৩২১.০০**				